মুক্তির লড়াই

মাওলানা মাসঊদ আযহার (দাঃ বাঃ)

মুক্তির লড়াই

মূল

মাওলানা মাসঊদ আযহার (দাঃ বাঃ)

ভাষান্তর

মোল্লা আবু লাবীব

পয়গামে শুহাদা প্রকাশনী
বাংলাদেশ

উৎসর্গ

যাদের অক্লান্ত ঘামঝড়া পরিশ্রমের বিনিময়ে, আল্লাহ্ পাক আমাকে দু'এক কলম লিখার তৌফিক দিয়েছেন এবং যাদের জীবনের পরম স্বপ্ন, আমাকে একজন খাঁটি আলেম হিসেবে দেখা, সেই পরম শ্রদ্ধেয় আম্মা-আব্বা ও সমস্ত আসাতেযায়ে কেরামের পবিত্র কদমে।

অনুবাদক

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান প্রভুর জন্য যিনি জিহাদের বিধান দান করে দ্বীন ইসলামকে সমস্ত ভ্রান্ত দীনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। অসংখ্য দুরূদ ও সালাম সে আমিরুল মোজাহেদীন নবীউল মালহামা জনাব, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর. যিনি নিজে সাতাইশ বার জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে ও অসংখ্যবার সাহাবাদেরকে জিহাদে প্রেরণ করে ইসলামকে বিজয়ী করে গেছেন এবং বারবার শাহাদাতের তামান্না করেছেন।

আজ এমন এক মুহূর্ত যখন শুধুমাত্র সাধারণ মুসলমান নয় বরং আলেম সমাজ পর্যন্ত দ্বীনের এ বিশেষ বিধানটিকে ছেড়ে দিয়েছেন, এবং ভুলতে বসেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরীক্বা ও সাহাবীদের সোনালী ইতিহাস ও নিজেদের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা। যার কারণে বিশ্ব মানচিত্র আজ মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত। সারা বিশ্বে আজ মুসলমানের উপর চলছে নির্যাতনের স্টিম রোলার। তাদের গগণ বিদারী আর্তচিৎকারে আজ ভারী হয়ে আসছে আকাশ বাতাস, কিন্তু বিশ্ব মুসলিমের এ সংকটময় পরিস্থিতিতে আজ আর কোন, খালিদ বিন ওয়ালিদ তারিক বিন যিয়াদ, সালাউদ্দিন আইয়ুব ও-মোহাম্মদ বিন কাসিমদের মত মর্দে মুজাহিদদের দেখা যায় না এবং ইসলামী লাইব্রেরীগুলোর দিকে তাকালেও এ বিষয়ের উপর তেমন কোন বই পরিলক্ষিত হয় না।

তাই অনেক পূর্ব থেকেই মনে মনে স্বপ্ন পোষণ করে আসছিলাম'এ বিষয়ে কিছু লিখব বলে। আর তারই এক ক্ষুদ্র প্রয়াস বর্তমান বইখানা। বইটি মূলতঃ উপমহাদেশের

প্রখ্যাত ও নন্দিত কথা শিল্পী, আফগান জিহাদের অগ্নিপুরুষ, কাশ্মীর রণাঙ্গণের বীর বিক্রম সিংহ সার্দূল জনাব মাওঃ মাসঊদ আযহার সাহেব (দাঃ বাঃ) এর উর্দু বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ মাত্র। এমনিতেই অনুবাদ কর্ম একটি কঠিন কাজ তার উপর আবার মাওঃ মাসঊদ আযহারের মত ঝাঁনু লিখক ও অনল বর্ষী বক্তার, ভাব-গম্ভীর ও জালাময়ী বক্তৃতার হুবুহু বাংলা করা আরো কঠিন। তবুও সম্ভব মুল বক্তব্যের সাথে মিল রেখে অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছি, যেহেতু অনুবাদ সাহিত্যে আমার প্রথম প্রবেশ তাই ভুলত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক।

অতএব সচেতন পাঠকের সন্ধানী দৃষ্টি কোথাও হোঁচট খেলে সেটার দোষ বক্তার নয় বরং সেটার দোষ আমার। সুতরাং যদি অবশ্যই পরিবর্তনীয় কোন অসংগতি ধরা পড়ে তাহলে আমাকে জানিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ হব এবং পরবর্তী মুদ্রণে তা শুধরিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুটি রইল।

পরিশেষে এই বইয়ের অনুবাদ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণীত ও সহায়তা করেছেন, তাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। তাদের নাম উল্লেখ করে তাদের অবদানকে খাটো করতে চাই না। আল্লাহ তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

অবশেষে এ বই পড়ে যদি একজন মুমিনের হৃদয়েও সেই হারানো জিহাদী চেতনা জাগ্রত হয় এবং বাতিল ও কুফরী শক্তির মোকাবেলায় বুকটান করে বজ্র হুংকার ছোড়ে দাড়ানোর হিম্মত হয়, তাহলেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস স্বার্থক বলে জ্ঞান করব। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তার দ্বীনের জন্য কবুল করুন এবং শাহাদাতের অমৃত শুধা পানের তৌফিক দান করুন। আমীন

বিনীত

অনুবাদক

যেখানে যা আছে

কে? এই মাসউদ আযহার।

মাওলানা মাসউদ আযহার। পাঞ্জাবের ভাওয়ালপুরে ১৯৬৮ খৃস্টাব্দে তাঁর জন্ম। বংশগতভাবে তিনি অত্যান্ত সম্ভ্রান্ত। ভাওয়ালপুরের প্রখ্যাত পীর জনাব আল্লাহ দাতা আতা এর পুত্র মাস্টার আল্লাহ বখ্স সাবের এর সন্তান। তিনি আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়াত আন্দোলন পাকিনস্তানের অন্যতম ব্যক্তিত্ব জনাব মুহাম্মদ হাসান চাগতাই-এর মেয়ের ঘরের দৌহিত্র।

ঈর্ষনীয় মেধার অধিকারী মাওলানা মাসউদ আযহার পড়াশুনা করেন করাচীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপীঠ বিন্নুরী টাউন মাদ্রাসায়। সকল ওস্তাদের প্রিয়পাত্র মাসউদ আযহার অধ্যায়ন শেষে ঐ মাদ্রাসার অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। তাঁর আধ্যাত্মিক পীর হলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব মাওলানা মুফতী ওলী হাসান (রহঃ)।

মাদ্রাসায় পড়া শেষে ১৯৮৯ সনে তিনি আফগান জিহাদে যোগদান করেন। ১৯৯০ সনে **'সদায়ে মুজাহিদ'** নামক একটি পাঠকপ্রিয় পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব কাঁধে নেন। পত্রিকাটি এখনও বেঁচে আছে এবং চলছে।

তিনি সক্রিয়ভাবে জিহাদে যোগদান করেন ১৯৯০ সালের পর থেকে। এ সময় তিনি খোস্ত এলাকার শালকা পোস্টের নিকটে এক ভয়াবহ লড়াইয়ে শত্রুপক্ষের নিক্ষেপিত রকেট বিস্ফোরণে মারাত্মকভাবে পায়ে আঘাত প্রাপ্ত হন। সে আঘাত ভাল হয়ে গেছে বটে কিন্তু বারুদের বিষক্রিয়া তাঁর শরীরে এখনো রয়ে গেছে।

তাঁর লেখা ও রচনা দারুণ চমৎকার ও সাবলীল। শুধু তা-ই নয় তার লেখাগুলোকে তুলনাহীন বলা যায়।

আলাদা স্বাদ ও আঙ্গিকে লেখা তাঁর পাঠকপ্রিয় বইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলঃ ১। ফাযায়িলে জিহাদ ২। মুজাহিদ কি আযান (দু'খন্ড) ৩। জিহাদ রহমাত ইয়া ফাসাদ ৪। মেরাভি এক সাওয়াল হ্যায় ৫। ইসলাম মে জিহাদ কি তৈয়্যারী, ৬। আল্লাহ ওয়ালে ৭। ইয়াহুদীয়ুঁকী চালিছ বিমারীয়া, ৮। মুছকারাতে যখম, ৯। মা'রেকা, ১০। বাবরী মাছজিদ, ১১। আখলাক্ব আওর তলোয়ার, ১২। খুতবাতে মুজাহিদ ইত্যাদি।

পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিমের নিকট জিহাদের দাওয়াত পৌছিয়ে বাস্তব কর্মতৎপরতায় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে হারানো খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠাই তাঁর জীবনের পরম স্বপ্ন। এ লক্ষ্যে তিনি অতি অল্প সময়ে শত-সহস্র সভ. সমাবেশে বক্তৃতা দিয়েছেন, ঘুরে ফিরেছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। **একই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৮৯, ১৯৯০ ও ১৯৯১-এ বাংলাদেশ সফরে আসেন।** পবিত্র হজ্জ্ব সম্পাদন

করেন ১৯৮৭ সালে। সে থেকে প্রতি বছর তিনি জিহাদী দাওয়াত নিয়ে সৌদি আরবের বিভিন্ন শহরে সফর করেছেন। সে দেশে তিনি মতবিনিময় করেছেন বিখ্যাত ও বিশ্বখ্যাত সব আলিমের সাথে। ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালে তিনি আরব আমিরাত সফর করেন। সেসব দেশের সভাগুলোয় আরবীতেই তিনি বক্তৃতা করেন। আরবী ভাষায় তাঁর দক্ষতা ও দখল রয়েছে আরবী ভাষাবিদের মতই। আরবীগণ চমৎকৃত হয়েছিলেন তার সাবলিল আরবী বক্তৃতা ও ভাষণ শুনে।

১৯৯১ ও ১৯৯৩ সালে যথাক্রমে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে সফর করেন দক্ষিণ আফ্রিকার জাম্বিয়া শহরে।

১৯৯৩- এর আগস্টে দীর্ঘ সফর করেন বৃটেনে। তাঁর দাওয়াতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃটেনের বহু যুবক আফগান জিহাদে অংশ গ্রহণ করে।

১৯৯৩-এর এপ্রিল-মে মাসে সফর করেন উজবেকিস্তানে। সে দেশের বিজ্ঞ আলিম-ওলামার সাথে জিহাদ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হয় এবং তাজাকিস্তানের জিহাদকে কিভাবে আরও বেগবান করা যায়, তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৯৩- এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে পাকিস্তানের বিখ্যাত সাংবাদিকদের সাথী হয়ে তিনিও দু'বার সফর করেন কেনিয়া, সুদান ও সোমালিয়ায়। স্বচক্ষে দেখেন তিনি এ অশান্ত দেশগুলোর উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণ ও উপকরণ।

একই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৯৪-এর ফেব্রুয়ারীতে নিয়মিত পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে দিল্লী হয়ে কাশ্মির পৌঁছেন। নববী আদর্শের পতাকাবাহী এই আপোসহীন মহান মুজাহিদের উপস্থিতি সহ্য হল না ব্রাহ্মণ্যবাদী জালিম শাসকদের। আন্তর্জার্তিক আইন ও নিয়ম-কানুনকে উপেক্ষা করে তারা তাঁকে বন্দী করল। তারা তাঁর হাত থেকে কলম ছিনিয়ে নিয়ে পরিয়ে দিল জিঞ্জির, স্তব্ধ করে দিল তাঁর অনলবর্ষী কণ্ঠ। অত্যাচার-নির্যাতনে রক্তাক্ত করল তার সমস্ত শরীর। অত্যাচারের এমন কোন ধরণ নেই, যা তারা তাঁর শরীরে প্রয়োগ করেনি। তবুও বন্ধ করতে পারেনি তার মিশনকে। জেল খানায় বসেও প্রায় ডজন খানেক কিতাব রচনা করেছেন জিহাদের উপরে। জিহাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন হাজার হাজার যুবককে। নিয়মিত কুরআন ও হাদীসের দরস দিয়েছেন শত শত মুজাহিদকে।

অবশেষে ১৯৯৯ইং ৩১ শে ডিসেম্বর, ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের এক বিমান ছিনতাই ঘটনার নিরসনের জন্যে ছয় বছর ২৪ দিন পর ভারতের জালেম সরকার তাকে মুক্তি দিতে বাধ্যহয়। আমরা তার দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

অনুবাদক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ - اَمَّا بَعْدُ - فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا - وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَ كُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا -

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُوَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسُهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ -

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ بِغَيْرِ اَثَرِ الْجِهَادِ لَقِيَ اللّٰهَ وَفِيْهِ ثُلْمَةٌ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَغَدْوَةٌ اَوْ رَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا - اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

وَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا - عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا -

আমার শ্রদ্ধার পাত্র সম্মানিত আসাতিজায়ে কিরাম এবং আমার আত্ম মর্যাদা সম্পন্ন মুসলমান ভাই ও দোস্ত-বুযুর্গ,

সম্মানিত আকাবির উলামায়ে কিরামের বয়ানের পর আমার ন্যায় কম এলেম ও কম আমল তালেবে এলেমের বয়ান করা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। কিন্তু মুরুব্বীদের হুকুমের আলোকে সামান্য কিছু কথা বলার আশারাখি। গত পরশু দিন গুলশান ইকবাল এলাকায় আমাদের যে আজিমুশ্‌শান জেহাদী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হলো সেখানে আমি বলেছি যে, বাবরী মসজিদ ধ্বংস হয়নি; বরং শহীদ হয়েছে এবং শহীদ মৃত নয়, বরং জীবিত। আমি আরো বলেছি- বাবরী মসজিদ আমাদের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে অগ্রগামী হয়েছে। কেননা, আমরা চিন্তা করছিলাম যে, নিজের বুকের রক্ত দিয়ে হলেও এ উম্মতকে জিহাদের উপর উঠাব, ইনশাআল্লাহ। কিন্তু বাবরী মসজিদ নিজ অস্তিত্বের কুরবানী দিয়ে এ

ব্যাপারটিকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। আজ মুসলমানদের মধ্যে এক উদ্যম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক আবেগের সঞ্চার হয়েছে। এক উন্মুক্ত মাঠ আমাদের জন্য তৈরি হয়েছে। আমাদের জন্য এখন এক সুবর্ণ সুযোগ। আমরা এখন খোলাখুলি ভাবে কিছু বলতে পারছি এবং কিছু করতেও পারছি। এখন আমাদের আর কোন ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এবং আমাদের তাও জানা হয়ে গেছে যে আমাদের এ দেশে কতটুকু ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে এবং কে আমাদের বন্ধু, কে আমাদের শত্রু। আমাদেরকে বলা হয় যে এমন দেশে তোমরা জিহাদের বয়ান করে বেড়াও যে দেশের নিজ প্রতিরক্ষাশক্তির ব্যবস্থা রয়েছে এবং ইসলামের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা অলিতে-গলিতে প্রত্যেক এলাকায় জিহাদের দাওয়াত দিয়ে বেড়াচ্ছ? পাকিস্তানের এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি আমাকে বলেছেন- তোমার কি জানা আছে? তোমার এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের কারনে যা তুমি ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে করছ, চব্বিশ ঘণ্টা "র"-এর এজেন্ট তোমার পিছনে লেগে আছে। যে কোন মুহুর্তে তোমাকে শেষ করে দিতে পারে। আমাকে পাগল বলা হয়। লোকেরা বলে- তোমরা দ্বীনের অন্যান্য শাখা থাকতে শুধু এ শাখা নিয়ে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছ? সুতরাং আমাদের বুঝা হয়ে গেছে যে এ দেশে কোন প্রকার ইসলামী স্বাধীনতা আমাদের নেই।

ইসলামী স্বাধীনতার উদ্দেশ্য

ইসলামী স্বাধীনতার উদ্দেশ্য যদি এ-ই হয়, যার ইচ্ছা নামাজ পড়বে, যার ইচ্ছা পড়বে না এবং যার ইচ্ছা। সে নবুওয়াতের দাবী করবে, যার ইচ্ছা সাহাবীদের সমালোচনা করবে, যার ইচ্ছা উলামায়ে কিরামের বিরুদ্ধে বক্তিতা-বিবৃতি দিবে, যার ইচ্ছা উলামায়ে কিরামের বিরুদ্ধে পত্রিকায় যা তা লিখে জনসম্মুখে উলামায়ে কিরামকে হেয় প্রতিপন্ন করবে। ইসলামী স্বাধীনতা যদি এর নাম হয় যে, আমরা আমাদের মসজিদ রক্ষা করতে পারব না এবং আমাদেরকে জিহাদের ট্রেনিং করতে বাধা প্রদান করা হবে। এবং আজ মুসলমানদের উপর জিহাদের দরওয়াজা বন্ধ করে নগ্নতা আর উলঙ্গপনার খরস্রোতে আমার যুবক ভাইদেরকে ডুবিয়ে মারা হবে। তাহলে এ স্বাধীনতাকে আমরা পূর্বেও অভিশাপ দিয়েছি এখনো অভিশাপ দিই।

আমরা স্বাধীনতা চাই- আল্লাহর দ্বীনের স্বাধীনতা, আল্লাহর আইনের স্বাধীনতা ও উলামায়ের পবিত্রতার স্বাধীনতা। আমরা স্বাধীনতা চাই- আল্লাহর দ্বীনেব প্রশাসনিক স্বাধীনতা, সুপ্রীম কোর্ট থেকে নিয়ে নিম্ন আদালত পর্যন্ত। আল্লাহর আইন হবে, কুরআনের আইন হবে, নবীর সংবিধান হবে, সাহাবীদের নিয়ম হবে, কোন কণ্ঠ এ আইনের বিরুদ্ধে চলবে না। কোন যবান সাহাবীদের

সমালোচনা করবে না। আর এক দিকে বাবরী মসজিদ ধ্বংস হবে, বসনিয়ায় মুসলমানদের রক্ত ঝরবে, কাশ্মিরে মুসলমানদের রক্ত দিয়ে হোলি খেলা হবে। অপর দিকে কোন ব্যক্তি যদি তাদের পক্ষে কথা বলে, কোন ব্যক্তি যদি জিহাদের নিয়তে বের হয়, তাহলে তার পথে "র"-এর এজেন্ট লেগে যাবে। তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার আর প্রোপাগান্ডা চালানো হবে, তাকে হত্যার চেষ্টা করা হবে। তাহলে এ স্বাধীনতাকে আমরা তোমাদের চেহারায় নিক্ষেপ করি।

নারায়ে-তাকবীর আল্লাহু আকবার॥

সাবীলুনা- সাবীলুনা, আল-জিহাদ, আল-জিহাদ॥

আমাদের টার্গেট

এ জন্য সারা দেশে আমাদের উলামায়ে কিরামের অবস্থান আপনারা দেখুন। আমরা স্পষ্টভাষায় বলছি- বাবরী মসজিদের বদলে এখানে কোন মন্দির আমরা ভাঙ্গাবনা এবং পাকিস্তানে বসবাসকারী পিপীলিকার চেয়েও দুর্বল কাফিরদেরকেও হত্যা করব না।

আমাদের টার্গেট ইসরাঈলের ঐ সমস্ত ইয়াহুদী যারা বাবরী মসজিদ ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ইন্ডিয়ার ঐ সব বুদ্ধিজীবি যারা বাবরী মসজিদ ধ্বংস করার জন্য নিজ জাতিকে লেলিয়ে দিয়ে ইন্ডিয়ার অলি-গলি পুনরায় হিন্দুদের লাশ দিয়ে ভরপুর করার এক সুবর্ণ সুযোগ মুসলমানদের জন্য তৈরী করে দিয়েছে। আমাদের টার্গেট স্পর্শ কাতর খৃষ্টান। আমাদের টার্গেট কাশ্মিরে যুদ্ধরত হিন্দু নর পশুর দল। আমরা এখানকার দুর্বল কাফিরদের প্রতি অঙ্গলিও উঠাব না। বরং আমরা কোন হিন্দু মন্দির ধ্বংস করাকে নিজেদের অসম্মান মনে করি। কিন্তু যখন সুলতান মাহ্মুদ গজনবী (রহঃ)-এর মত ব্যাপক অভিযান চালাব তখন কেউই আমাদেরকে রুখতে পারবে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, রুশ যেরূপে টুকরো টুকরো হয়েছে তদ্রূপ ইন্ডিয়াও টুকরো টুকরো হবে ইনশাআল্লাহ্। ইন্ডিয়ার জন্যও ঐ বাহিনী প্রস্তুত যারা আফগান মুজাহিদদের অংশ এবং আমরাও তাদের সাথে মিলে ইন্ডিয়ার মন্দির ধ্বংস করেই তার বদলা নেব ইনশাআল্লাহ্।

নারায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবার॥

সাবীলুনা-সাবীলুনা, আল-জিহাদ, আল-জিহাদ॥

ইন্ডিয়া কী বরবাদী তক, লড় জায়েঙ্গেঁ-লড় জায়েঙ্গেঁ॥

কাশ্মির কী আজাদী তক, লড় জায়েঙ্গেঁ-লড় জায়েঙ্গেঁ॥

আমার সম্মানিত মুসলমান ভাইয়েরা!

আমরা আদালতে বাবরী মসজিদের জন্য মামলা দায়ের করেছি। এবং উলামায়ে কিরামের পরামর্শ অনুযায়ীই আমরা আমাদের কর্মসূচী নির্ধারণ করব এবং আমরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করব ইনশাআল্লাহ্। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মুসলমান এ কাজে পুরোপুরী মুজাহিদদের সাহায্য-সহযোগিতা করবে। বাবরী মসজিদের শাহাদাতের কারণে মুসলমানদের মাঝে যে উদ্যম ও জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে কাজ নিবে।

বাবরী মসজিদ ধ্বংস করার কারণ

এ জন্য আমি আজ এ বিষয়ে কথা লম্বা করতে চাই না। শুধু এ টুকুই বলতে চাই যে, আমাদের এ অবস্থা কেন হল, কেন বাবরী মসজিদকে ধ্বংস করা হল? ইয়াহুদীরা মদীনা-মুনাওয়ারায় কেন জেঁকে বসতে চায়? আপনারা হাদীসের কিতাব খুলে দেখুন-আমার আসাতিযায়ে কিরাম এখানে বসা, এ ইয়াহুদীরাই একদিন হযরত ওমরে ফারুক (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর নিকট আবেদন করত যে আমাদেরকে খায়বরে থাকতে দিন,আমাদেরকে খায়বরের জমিন থেকে বহিস্কার করবেন না। যখন হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খায়বর থেকে ইয়াহুদীদেরকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিলেন তখন এক বুড়ো ইয়াহুদী এসে বিনম্র ভাবে বলতে লাগল- হে ওমর! আপনার সামনে আল্লাহর নবী মুহাম্মদ বলেছিলেন- খায়বরে ইয়াহুদীদের থাকতে দাও, তারা মুসলমানদেরকে জিযিয়া (টেক্স বা খাজনা) দিবে এবং নিজেদের উৎপন্ন ফসলের একাংশ দিবে। তাহলে আপনি কেন আমাদেরকে উৎখাত করছেন? তখন হযরত ওমর (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বললেন- হে আল্লাহর দুশমন, আল্লাহর নবীর প্রত্যেকটি কথাই আমার স্মরণ আছে এবং এ কথাও স্মরণ আছে যখন আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোর দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন- এমন এক দিন আসবে যখন তোদেরকে খায়বর থেকে মুসলমানরা এমনভাবে তাড়াবে যে তোদের উটগুলো পর্যন্ত তোদের পিছনে দৌড়াতে থাকবে। সুতরাং আমি তোদেরকে খায়বর থেকে বিহষ্কার করে খায়বরকে তোদের অপবিত্র বসবাস থেকে মুক্ত করেই ছাড়ব ইনশাআল্লাহ্।

কাল এ ইয়াহুদীরা মুসলমানের দয়ার ভিখারী ছিল, কাল এ ইয়াহুদীরা খায়বরে থাকার জন্যে মুসলমানদের টেক্স দিত, মুসলমানদের করুণা ভিক্ষা করত। আজ সে ইয়াহুদীদের এ সাহস কি করে হল? ইসরাঈলে মুসলমানদের পবিত্রতাকে পদদলিত করছে? আজ তাদের এ সাহস কোত্থেকে হল? মক্কা-মদীনাকে নিজ কবজায় নিয়ে, বৃহত্তর ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে। কাল

পর্যন্ত ঐ খৃষ্টান যাদেরকে মুসলমান এতো মার দিত যে তাদের কোন ঠাঁই ছিল না, তাদের কমান্ডার যখন নৌকা দিয়ে সাগর পেরুচ্ছিলেন তখন নিজ মাতৃভূমির দিকে ব্যথা ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিলেন- হায়! হয়তো আর কিয়ামত পর্যন্ত তোমার কোলে ফিরে আসা হবে না। ঐ খৃষ্টান যারা আমাদের তরবারীর নিচে পরাজয়বরণ করত, যারা আমাদের নিকট ভিক্ষা চাইত, যারা আমাদের গোলাম-বাঁদী হয়ে জীবন কাটাত। ঐ হিন্দু যারা কাল আমাদের মোঘল বাদশাহ্দের গোলামী করাকেও সে ভাগ্যবান বলে জ্ঞান করত, আজ তারা আমাদের উপর বাঘ হয়ে গেছে, তাদের গোলাম-বাঁদীরা পর্যন্ত আমাদের উপর শক্তিশালী হয়ে গেছে।

এ বাক্যও আজ অনেক বড় এক বাহানা

আমার ভাইয়েরা! একটু চিন্তা করুন। আমরা মুসলমান, কিন্তু পৃথিবী আজ কুফুরের উপর প্রতিষ্ঠিত। কুফুরের এতবড় বিপ্লব কেন হল? আপনারা অবশ্যই আলেমদের মুখে শুনে থাকবেন - জমিনে যখন গুনাহ্ ভরপুর হয়ে যায়, যখন পাপ বৃদ্ধি পেয়ে যায় তখন আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হয়। শুনেছেন কি? না শুনেননি? বরং এ বাক্যও আজ আমাদের জান বাঁচানোর এক উত্তম পন্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারো নিকট গিয়ে বলুন যে, কাশ্মিরে মুসলমানদের মারছে, তখন সে বলবে-এটা তাদের গুনাহের পরিণাম। কারো নিকট গিয়ে বলুন- মুজাহিদীন বসনিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু তাদের নিকট ভাড়ার পয়সা নেই। তখন সে বলবে- বসনিয়া ওয়ালারা নিজ গুনাহের শাস্তিবোগ করছে। শুধু তা-ই নয়, এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হল-যদি তোমার সামনে তোমার মেয়ের সাথে ঐ রূপ আচরণ করা হয়, কাশ্মিরের এক বুড়ো বাপের সামনে তার মেয়ের সাথে যেরূপ আচরণ করা হয় তাহলে কি তুমি তা সহ্য করবে? তখন সে বলল- হ্যাঁ, যদি আমার গুনাহ্ও সে পর্যায়ের হয়, তাহলে আমিও তা সহ্য করব। এ কথা আজ অনেক বড় এক বাহানা, অনেক বড় এক প্রতিবন্ধকতা। যা নিয়ে আমরা আজ নিজ অস্তিত্বকে জিহাদ থেকে বাঁচানোর অপচেষ্টা করছি। এ সম্পর্কে আজ কিছু কথা বলব। আমার উদিত সূর্য্যের ন্যায় দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ্ তায়ালার এ বাণী অবশ্যই সত্য-

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ

'যখন মানুষের গুনাহের কারণে জল ও স্থল সর্ব জায়গায় ফিৎনা আর ফাসাদ বিস্তার লাভ করে, তখন এ ধরায় আযাব অবতীর্ণ হয়।'

কিন্তু একটু চিন্তা করুন যে, কোন্ গুনাহের কারণে কোন্ আযাব আসে? কোন কোন গুনাহ্কে তো আমরা এত খারাপ মনে করি যে কোন ব্যক্তি যদি কোন মুস্তাহাব আমলও ছেড়ে দেয় তখন মনে করি সে অনেক বড় গুনাহ্ করে

ফেলেছে এবং তার সাথে সম্পর্ক পর্যন্ত ছিন্ন করে ফেলি। আর কোন-কোন গুনাহ্ তো আমাদের জীবনে গুনাহ্ বলেই মনে হয় না। বন্ধুরা আমার, একটি কথা খুব ভালভাবে স্মরণ রাখবে, দুনিয়াতে কুফর যখন শক্তিশালী হয় তখন গুনাহ্ও অনেক বেশী হয় এবং যখন ইসলাম শক্তিশালী হয়, তখন নেক এবং পূর্ণও অনেক বেশী হয়।

ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও কুফর নির্মূলের পদ্ধতি

এজন্য তাফসীরে কাবীরের অষ্টম খণ্ডের ১৮০ পৃষ্ঠায় ইমাম রাযী (রহঃ) ইমাম আবু বকর কাফ্ফান শাশী (রহঃ)-এর বাণী নকল করে বলেন-

اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা এ উম্মতের উপর ফরজ।

যতদিন এ উম্মত নেকীর দিকে আহ্বান করবে এবং গুনাহের কাজে বাধা প্রদান করতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত এ উম্মতের উপর আযাব আসবে না এবং তাদের দোয়াসমূহ কবুল হবে। ইমাম রাযী (রহঃ) আরো বলেন- সবচেয়ে বড় নেকী হল ইসলাম এবং সবচেয়ে বড় গুনাহ্ হল কুফর। আর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার যে তরীকা তা হচ্ছে জিহাদ এবং কুফর ধ্বংস করার যে তরীকা তাও হল এ জিহাদ। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালার এ বাণী

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থাৎ তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। কেননা তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ কর।

এর অর্থ ইমাম রাযী (রহ.) এভাবে করেছেন- তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। কারণ, তোমরা জিহাদ কর। কেননা, জিহাদের মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গুনাহ্ নিঃশেষ হয়। জিহাদের উছিলায় কুফর ধ্বংস হয়, এবং দুনিয়াতে গুনাহ্ কম হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)-এর এ তাফসীর নকল করেছেন।

تَأْمُرُوْنَهُمْ اَنْ يَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

তোমরা মানুষকে বলবে-এসো আল্লাহর ওয়াহ্দানীয়্যাত তথা আল্লাহর একাত্বতার স্বাক্ষী দাও।

وَتُقَاتِلُوْنَهُمْ عَلَيْهِ

'এবং যে তোমাদের এ কথা মানবে না তাদের তোমরা হত্যা করে শেষ করে দিবে, যাতে করে দুনিয়াতে না কুফুর থাকবে, না কোন গুনাহ্ থাকবে।'

আমার কথা বুঝে আসতেছে? দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় নেকী ইসলাম কি-না? দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কুফুর কি-না? ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার এবং কুফুর নিঃশেষ করার যে পদ্ধতি তার নাম জিহাদ। তার উপর ভিত্তি করেই ইমাম রাযী (রহ.) লিখেন- এর দ্বারাই জানা যায় যে, জিহাদ সবচেয়ে বড় ইবাদত এবং এর চেয়ে উত্তম আর কোন ইবাদত নেই। হযরত মাওলানা ফজল মুহাম্মদ সাহেব আপনাদের সামনে হাদীস শরীফের আলোকে বয়ান করেছেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমান لَا اَجِدُهٗ 'আমি জিহাদ থেকে উত্তম কোন আমলই দেখি না।' একথা তো সবাই জানি এবং মানি যে, জিহাদ আল্লাহ্ তায়ালার এমন এক মহান ফরিয়াহ্ যা কুরআনুল কারীমে নাযিল হয়েছে এবং রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে জিহাদ করেছেন এবং জিহাদ করলে অনেক প্রতিদান পাওয়া যাবে। কিন্তু এ কথা কেন বুঝে আসে না? যে, জিহাদ না করা এতো বড় গুনাহ্, যার কারণে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনও ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং সামাজিক জীবনও ফিৎনা-ফাসাদ আর বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এ উভয় বিষয় নিয়ে কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

'হে ঈমানদারেরা! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, এসো আল্লাহর রাস্তায় কিত্বাল করি।' اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ। 'তখন তোমরা জমিন আঁকড়ে ধর' কেউ বলে ঘর ছাড়ার সুযোগ নেই, কেউ বলে মুরব্বীদের পরামর্শ নেই, কেউ বলে দ্বীনি মশগুলিয়াতের কারণে পারছি না, কেউ বলে দুনিয়াবী মাশগুলিয়াতের কারণে পারছি না। আল্লাহ্ বলেন-

اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ - فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ -

"তোমরা কি দুনিয়ার জীবনের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? তোমাদের এ সামান্য জান ও মাল আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন। তোমরা কি এর মধ্যেও কৃপণতা করবে? তোমাদের এ সামান্য জান ও মাল দিয়ে জান্নাত নিয়ে নিবে।' তারপর আল্লাহ্ তায়ালা সামনে বলছেন-

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

'যদি তোমরা বের না হও, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে দরদেনাক আযাব (ভয়াভহ শাস্তি) দিবেন। মুফাস্সিরীনে কিরাম বলেন, দরদেনাক আযাব দ্বারা উদ্দেশ্য হল-

يُسَلِّطُ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

'তোমরা পরস্পর একে অপরকে লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও হেয় প্রতিপন্ন করবে। যেমন- চারিত্রিক ও নীতিগত দ্বন্দ্ব, গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব, বংশগত দ্বন্দ্ব। তোমরা মুজাহিদ হয়েছ বাসের কন্ডাক্টর কে থাপ্পড় মারার জন্য, কাফিরকে হত্যা করার জন্য নয়।

অত্যন্ত ঘৃণীত অভ্যাস

আমরা সুপ্রিয় বন্ধুরা! এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে- এমন ব্যক্তিগত আযাবও আল্লাহ্পাক দেবেন যে ব্যক্তিগতভাবে মানুষ কাপুরুষ হয়ে যাবে। আজতো কাপুরুষতাও গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই না? বলে যে আমার তবিয়ত এতো নাজুক যে সামান্য একটু বড় কোন আওয়াজ শুনলেই আমার বুকে ব্যথা আরম্ভ হয়ে যায়। মানুষও তাকে বাহ্বা দেয় যে কত উত্তম লোক, একটু বড় আওয়াজ শুনলেই হৃদকম্পন আরম্ভ হয়ে যায়। বলে আমি এত দুর্বল যে, কোন গলিতে একটু অন্ধকার দেখলেই বেহুশ হয়ে যাই, যে পর্যন্ত সূর্যের আলো ফুটে না উঠে ততক্ষণ পর্যন্ত হুশ ফিরে আসে না। হাদীসের কিতাব আবু দাউদ শরীফ উল্টিয়ে দেখুন। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন

شَرُّ مَا فِىْ رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ -

'এক ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট অভ্যাস বর্ণনা করলেন যে, সে ব্যক্তি এমন কৃপণ আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করে না এবং এত ভীরু ও কাপুরুষ যে জিহাদের ময়দানে গেলেই তার শরীরে কম্পন শুরু হয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-এটা ইনসানের জন্য বিশেষ করে পুরুষের জন্য সবচেয়ে বড় কু-অভ্যাস। যে অভ্যাসকে আমার নবী কু-অভ্যাস বলে আখ্যা দিয়েছেন তা গুনাহ্ হবে না কেন? যে অভ্যাসকে আমার নবী গৃণীত বস্তু বলে আখ্যায়িত করেছেন তা নিয়ে কেন আমরা গর্ববোধ করি? আজ আমরা বাহাদুরীর ময়দান থেকে দূরে থেকে কবুতরের বাচ্চা ও খরগোশের চেয়েও কাপুরুষ হয়ে গেছি। এখন যে ইচ্ছা সে-ই আমাদেরকে বকরীর পালের ন্যায় হাঁকিয়ে বেড়ায়।

মুনাফিক্বির মৃত্যুও অসম্পুর্ণ ঈমান

সুপ্রিয় বন্ধুরা আমার! এ ব্যক্তিগত আজাবকে বয়ান করে নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমান

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ -

মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত- 'যে ব্যক্তি জিহাদ করল না এবং অন্তর জিহাদের আগ্রহও পোষণ করল না সে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় মুনাফিকীর মৃত্যুবরণ করবে। মুনাফিকীর একশাখায় তার মৃত্যু হবে।

তিরমিযী শরীফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান-

مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ بِغَيْرِ اَثَرِ الْجِهَادِ لَقِيَ اللّٰهَ وَفِيْهِ ثُلْمَةٌ

যে ব্যক্তি জিহাদের চিহ্ন ব্যতীত আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করল, সে নিজের দ্বীন ও ঈমানকে জিহাদের দ্বারা পরিপূর্ণ করল না, সে যেন অসম্পূর্ণ ঈমান নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করল। যে জিনিসের প্রতি আল্লাহর নবী এতো ভীতীপ্রদর্শন করলেন- তা গুনাহ্ হবে না কেন? তারপরেও অস্বীকারকারী হবে না? বিপদতো এখানে যে, প্রত্যেক গুনাহের কোন না কোন ফল হয়। যদি মুসলমান রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) প্রতিচ্ছবি ও আকৃতি না রাখে তাহলে এ গুনাহেরও অবশ্যই একটি ফল হয়। যদি মহিলারা শরয়ী পর্দা না করে তাহলে এ গুনাহেরও একটি ফল হয়। কিন্তু জিহাদের ফল হয় ব্যাপক। বলা হয়েছে- যখন তোমরা জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন এ গুনাহের কারণে আল্লাহর কালিমাকে নিচু করা হবে। একটু ভাবুনতো দেখি। আল্লাহ্- আমাদেরকে এতো সম্মান দিলেন, আমরা নিজের জান বাঁচানোর জন্যে আল্লাহর সে কালিমাকে নিচু করতেছি। একটু লক্ষ্য করুন- আমাদের এ গুনাহের কারণে কাফির খোদার জানাযা পর্যন্ত বের করছে। আল্লাহর ঘর মসজিদকে পর্যন্ত ধ্বংস করছে। আমাদের এ গুনাহের কারণে আল্লাহর কুরআনকে জ্বালিয়ে-পুঁড়িয়ে ভষ্মিভূত করা হচ্ছে। কুরআনকে টয়লেটে ব্যবহার করা হচ্ছে, (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের উপরে বাধ্য-বাধকতা লাগানো হয়েছে। আল্লাহর নাম নেওয়াকে অন্যায় ও জুলুম সাব্যস্ত করা হচ্ছে। একটু চিন্তা করুনতো দেখি-কতো বড় বিপদ আমাদেরকে গ্রাস করছে। তারপরও কি বলব তা গুনাহ্ নয়? তারপরও কি তা অস্বীকৃতি নয়? যে অস্বীকৃতিকে পরিত্যাগ আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী। জিহাদ না করাই অনেক বড় অস্বীকৃতি। যার কারণে কত বড় সম্মিলিত আযাব আসে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান

"এমন সোচনীয় দিনও মুসলমানদের উপর আসবে, যে দিন কাফির মুসলমানদেরকে ধ্বংসের জন্য একে অপরকে এমনভাবে ডাকবে, যেমন খাবার দস্তরখানে একে অপরকে ডেকে থাকে।"

মোটকথা তোমাদেরকে হাতে গুণে গুণে শেষ করা হবে। এক অপরকে ডাকবে, ইয়াহুদী হিন্দুকে ডাকবে, হিন্দু ইয়াহুদীকে ডাকবে। সাহাবীরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে আমাদের মাত্র ৩১৩ জন মুসলমানের মোকাবেলায় এক

হাজার কাফিরের ও টিকে থাকা সম্ভব হয়নি, এটা কি করে হয়? তখন সাহাবায়ে কিরাম নবীজিকে জিজ্ঞস করলেন- হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সেদিন কি মুসলমানদের সংখ্যা আমাদের চেয়েও কম হবে? আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান-

وَلٰكِنَّهُ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ

'না তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী হবে, বরং সাগরের ফেনার চেয়েও অনেক বেশী হবে। কিন্তু কোন শক্তি, কোন ঐক্য বলতে কিছুই থাকবে না। ইয়া রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কি অবস্থা হবে? তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান- দুশমনের অন্তর থেকে তোমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বের করে দেয়া হবে। আহ্! যদি জিহাদ থাকতো তাহলে কাফিররা মুসলমানদের চাকর হত। আজ জিহাদ না থাকার কারণে মুসলমান আমেরিকার কলেজে পড়াকেও গর্বের বিষয় মনে করে। বৃটেনে গিয়ে কাফিরের জুতো পালিশ করতেও গর্ববোধ করে। এ মুসলমান আল্লাহর নবীর উম্মত। অবস্থা হলো এই-কানাডা গিয়ে নিজের রুটি-রুজির জন্য সে লেখে আমি কাদীয়ানী, আমাকে এখানে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেয়া হোক।

জিহাদবিহীন মুসলমান বিষদাঁতহীন সাপের ন্যায়

হে দ্বীনদারেরা! যদি জিহাদ থাকতো তাহলে মালে গনিমত আসতো। কাফিরের মাল তোমাদের পদতলে থাকতো। মুসলিম উম্মার এ দুর্দিন কখনো আসতো না। আজ তোমাদের ভয় ও প্রভাব-প্রতিপত্তি তাদের অন্তর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। কেননা তোমাদের অন্তর থেকে জিহাদ বের হয়ে গেছে। সাপ দেখলে মানুষ দূর থেকেও ভয় পায়, কিন্তু যখন এ সাপের বিষ দাঁত উপড়ে ফেলা হয় তখন আর কেউ তাকে ভয় পায় না। বরং যে সাপ মানুষের জন্য ভয়ের বস্তু ছিল, তা এখন খেলনার বস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছে। ঠিক তদ্রূপ যে মুসলমান কাফিরের জন্য ভয়ের বস্তু ছিল, সে মুসলমানের জীবন থেকে জিহাদ উপড়ে ফেলে আজ জিহাদ বিহীন মুসলমানকে পুরো দুনিয়ায় কাফিরের খেলনায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। যে রকম বিষদাঁতহীন সাপ নিয়ে মানুষ খেলা করে তদ্রূপ জিহাদ বিহীন মুসলমানকেও নিয়ে কাফির আজ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে খেলছে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

এ আজাবের কারণ কি হবে? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- حُبُّ الدُّنْيَا 'দুনিয়ার মুহাব্বত তোমাদের অন্তরে জেঁকে বসবে বর্তমানে লোকেরা বলে- হে আল্লাহ! আমরা দ্বীনদার থাকতে চাই, কিন্তু দুনিয়া

যেন না ছুটে! হে আল্লাহ! দ্বীনের যত কাজ আছে সব জীবিত রাখ কিন্তু আমাকে না মেরে। হে আল্লাহ্! তুমি সকাল-বিকাল দ্বীনের কাজ নাও, কিন্তু এমন কাজ যেন না হয় যে কাজ দ্বারা জেলখানার অন্ধকার কুঠরী দেখতে হয়।

যার মধ্যে শরীরকে ইস্ত্রি দ্বারা দাগ দেয়া হয়, যাতে রক্ত প্রবাহিত হয় وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ 'এবং মৃত্যুর ভয় তোমাদের অন্তরে বদ্ধমূল হবে।' এক রেওয়ায়েতে আছে- وَكَرَاهِيَةَ الْقِتَالِ 'তোমাদের অন্তরে জিহাদের প্রতি বিমূখতা সৃষ্টি হবে।'

আজ নিজের দিকে এবং সমস্ত মুসলমানের দিকে তাকিয়ে বল, এ করুণ পরিস্থিতি কি আমাদের, আল্লাহর রাস্তায় রক্ত না দেয়ার ভুলের মাশুল নয়? যদি এ গুনাহ্ থেকে নিজ অন্তরকে মুক্ত করতে না পার তাহলে মনে রাখবে, এ উম্মতের প্রত্যেক নিহত ব্যক্তির রক্তের এক-একটি বিন্দু-কণিকার হিসাব তোমাদের দিতে হবে। কুরআনুল কারীমের প্রত্যেকটি জলন্ত পৃষ্ঠার হিসাব তোমাদের দিতে হবে।

এমন ছিল আমাদের জবাব

বল বন্ধুরা! জিহাদ ছেড়ে দেয়া কি গুনাহ্ নয়? যার কারণে মুসলমান গোলামে পরিনত হয়, যার কারণে মুনাফিক্বীর মৃত্যু হয়, তা গুনাহ্ কি-না বল? (আল্লাহু আকবার কাবীরা) এমন একযুগ ছিল যখন রুস্তম পাহ্লোয়ান মুসলমানদের বলেছিল যে, তোমরা তোমাদের বাহিনী ফেরত নিয়ে যাও, আর না হয় আমরা টুকরো-টুকরো করে ফেলব। তখন হযরত সা'দবিন আবি ওয়াক্কাছ (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), কেউ বলেন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) উত্তর দিলেন, আহ্! আমরা যদি প্রথমেই চলে যেতাম, আর না হয় মুসলমান একবার যেখানে যায় সেখান থেকে খালি হাতে ফিরে না। এ রকম এক যুগও অতিবাহিত হয়েছে, আর এখনও এক যুগ অতিবাহিত হচ্ছে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে জনৈক বাদশাহ্ জিজ্ঞেস করলেন- কেন তোমরা আমাদের নিকট এসেছ? তার জিজ্ঞাসার ভঙ্গি একটু বিদ্রুপাত্মক মনে হল। তখন খালেদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাকে খুব চমৎকার জবাব দিলেন। বললেন- তোমাদের রক্ত আমাদের নিকট খুব মিষ্টি লাগে, এজন্য তোমাদের রক্ত পান করতে এসেছি। তখন সে বাদশাহ্ মস্তক অবনত করে ফেলল। এক সময় আমাদের উত্তর এ রকম হত। যখন রোমের বাদশাহ্ নাকুর, বাদশাহ্ হারুনূর রশীদের নিকট পত্র লিখল যে, আমরা অনেক টেক্স আদায় করে ফেলেছি, এখন আর কোন টেক্স দেব না, আমরা এখন থেকে স্বাধীন। তখন বাদশাহ্ হারুনূর রশীদ লিখলেন- বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম,

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, হারুনূর রশীদের পক্ষ থেকে রোমের কুকুর নাকুরের নিকট এ জবাব প্রেরণ করছি যে

اَلْجَوَابُ مَا تَرٰى دُوْنَ مَا تَسْمَعُ

মুসলমান জবাব শোনায় না বরং জবাব শিক্ষা দেয়। দেখা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই হারুনূর রশীদের বাহিনী নাকূরের রাজ্যে পৌঁছে গেল এবং নাফূর হাতজোড় করে পুনরায় জিযিয়া (টেক্স) দিয়ে দিল। আমারাও নিজ জানকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে, এল, কে আদভানীকে বলে দিতে চাই, হে আদভানী! আমরাও তোমাকে জবাব কানে শুনাব না; বরং তোমাকে নিজ চোখে দেখাব ইনশাআল্লাহ্।

নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার॥
সাবিলুনা, সাবিলুনা, আল-জিহাদ, আল-জিহাদ॥

আমরাও তাদেরই সাথী

যদি কমান্ডার রশীদ আফগানিস্তানের বিজয়ের জন্য হাসি মুখে জীবন দিতে পারেন, যদি মৌলভী শাব্বীর এর মত মুদাররিস অপর দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজ বুকে গুলি খেয়ে কালিমা পড়তে-পড়তে হাসি মুখে শহীদ হতে পারেন, যদি মদীনা মুনাওয়ারার শাহ্জাদা শফীক্ব মাদানী জালালাবাদে আল্লাহর নিকট এ দোয়া করে যে, হে আল্লাহ্! আমার শরীর টুকরো-টুকরো করে দাও, তাহলে যেন কাল কিয়ামতের দিন বলতে পারি, হযরতে হামযা (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)-এর মতো শহীদ হয়েছি। আমাকে আহত করা হয়নি বরং আমায় হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলেছিল। সে যদি জালালাবাদে এভাবে শহীদ হতে পারে তাহলে আমরাও তাদেরই সাথী। একসাথে জিহাদের ময়দানে রাত যাপনকারী। ইনশাআল্লাহ আমরাও কাশ্মিরের জন্য, বসনিয়া ও ফিলিস্তীনের জন্য, আরকানের জন্য আমাদের শরীরের যে অংশে আমার প্রভুর ইচ্ছা হয়, সে অংশে গুলি খাব এবং আমার গুলিতে দুশমনের মাথাও ছিদ্র করব এবং আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হবে।

لَسْتُ اُبَالِىْ حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا + بِاَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِىْ

"হে আল্লাহ্! যখন তোমার রাস্তায় কতল হচ্ছি তখন আমার কোনই আপত্তি নেই যে, শরীরের কোন অংশে গুলি লেগেছে, কোন অংশ কেটে যাচ্ছে? (নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, সাবিলুনা, সাবিলুনা, আল-জিহাদ, আল-জিহাদ)।

আমি বলতে ছিলাম, জিহাদ ছেড়ে দেয়া অনেক বড় এক গুনাহ্। পাকিস্তানের মুসলমান শুধু জিহাদ ছাড়ার গুনাহে গুনাহ্গার নয়; বরং জিহাদের

রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার গুনাহে ও গুনাহ্গার বটে। যা কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তায়ালা নিকৃষ্ট লোকদের সম্পর্কে বলেছেন- তারা নিজেরা তো জিহাদের রাস্তায় বের হয়-ই না বরং অন্যদেরকেও বের হতে দেয় না।

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

'হাত তালি দিয়ে তারা আনন্দ করত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে গেছেন, আমরা পিছনে রয়ে গেছি, তারা মরে যাবে, আমরা থেকে যাবো।

وَكَرِهُوْا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

'তারা নিজেরা বের হওয়াকে খুব খারাপ মনে করতো এবং অন্যদেরকেও বের হতে দিতো না। বাধা দিয়ে বলতো

لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ

'এ গরমে বের হয়ো না, গরমে মরে যাবে।' আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন- হে নবী! তাদেরকে জানিয়ে দিন-

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا

'তোমরা জিহাদ ছেড়ে দেয়ার কারণে যে জাহান্নামে তোমাদেরকে জালানো হবে তা এর চেয়েও অধিক গরম হবে, এর চেয়েও ভয়ঙ্কর।' আল্লাহ্ পাক কুরআনুল কারীমে আয়াত শুনাচ্ছেন। আল্লাহ্ মাফ করুন। সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে তা দৃষ্টি গোচর হচ্ছে আমি আজ এ বিষয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু মুরুব্বীগণ আমাকে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য বাধ্য করেছেন। যাতে করে মুমিনরা এ বিষয় থেকে তওবা করতে পারে। ঐ গুনাহ্ যা অহংকার ও গর্বের সাথে করা হয়, তার উপর আল্লাহ্ তায়ালার খুব বেশী রাগ হয়। মুফ্তীয়ে আজম মুফ্তী রশীদ আহ্মদ সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম) দাড়ি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেন, হাদীসের মধ্যে আছে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমান, আমার সমস্ত উম্মতকে মাফ করে দেয়া হবে, কিন্তু যে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে এবং অহংকারের সাথে গুনাহ্ করে, তাকে আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমা করবেন না। আমরা জিহাদও ছেড়েছি, তার উপর আবার অহংকারও করছি। আমরা জিহাদ ছেড়ে কখনো তওবা করিনি, জিহাদ ছেড়ে কখনো চোখের পানিও প্রবাহিত করিনি যে, হে আল্লাহ্! আমি এতবড় ইবাদত হতে বঞ্চিত রয়েছি। আমরা ঐ জিনিস অবলম্বন করেছি যে জিনিসকে আমার নবী বিদ্রূপ করতেন।

আমি ইয়াহুদীদের দ্বীন নিয়ে আসিনী

এক সাহাবী একটি গুহা দেখলেন- খুব সুন্দর গুহা। যেখানে সবুজ ঘাস উঠতে ছিল। তখন সাহাবী বললেন, আমি আর লোকালয়ে- গুনাহের পরিবেশে ফিরে যাব না। এখানে বসে অধিকহারে আল্লাহর ইবাদত করব এবং আল্লাহকে রাজী-খুশি করব। তখন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খবর পেয়ে বললেন-

اِنِّىْ لَمْ اُبْعَثْ بِالْيَهُوْدِيَّةِ

নিশ্চয় আমি ইয়াহুদীদের দ্বীন নিয়ে আসিনি; বরং মিল্লাতে হানাফী নিয়ে এসেছি

وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَغَدْوَةٌ اَوْ رَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

'ঐ সত্ত্বার কছম, যে সত্ত্বার কুদরতী হাতে আমি মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবন। এক সকাল অথবা এক বিকাল জিহাদের রাস্তায় অতিবাহিত করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু থেকে উত্তম।'

মুহাদ্দিসীনে কিরাম তার ব্যাখ্যায় লেখেন, যদি কোন ব্যক্তিকে দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ দিয়ে দেয়া হয় এবং সে তা আল্লাহর রাস্তায় দান করে তাহলেও মুজাহিদের এক সকালের সমতুল্য হবে না। (সুবহানাল্লাহ!) কুরআনের এক হুকুম পড়ে আমি হয়রান হয়ে পড়েছি। সুরায়ে মুহাম্মাদ যার অপর নাম সুরায়ে ক্বিতাল, তার মধ্যে আছে, মুসলমানরা কেঁদে-কেঁদে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলত, হে আল্লাহ্! জিহাদের হুকুম নাযিল কর। কাফিররা মেরে মেরে আমাদেরকে শেষ করে দিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলত, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহর কাছ থেকে জিহাদের হুকুম চেয়ে আনুন। তাহলে যেন কাফিরদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে পারি। আল্লাহ্ তায়ালা প্রতি উত্তরে বলেন-

وَاِذَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ

'যখন কোন সুরা জিহাদ সম্পর্কে নাযিল হবে এবং তার মধ্যে কাফিরদের সাথে যুদ্ধের আলোচনা হবে,

رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ '

'আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন যাদের অন্তরে রোগ আছে, নিফাক আছে, মুনাফিকী আছে।'

فَيَنظُرُونَ إِلَيكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ

'তারা আপনার দিকে এমনভাবে চেয়ে থাকবে যেন মৃত্যুর ভয় তাদের চেহারায় ছেয়ে গেছে।'

ইহা দেখে আল্লাহর খুব রাগ হয়। কেননা এদিকে সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম নিজের বিবি-বাচ্চা ছেড়ে যাচ্ছেন। নিজেদের জান দিয়ে দিচ্ছেন। অপর দিকে এরা এত বড় যালেম, এত বড় বদবখ্‌ত যে নিজেরাতো জিহাদে যায়ই না- বরং জিহাদের নাম শুনলেও চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যায়। এ জন্য আল্লাহ বলেন- فَأَوْلَىٰ لَهُمْ "তাদের উপর ধ্বংস।" এটা কুরআনের বাণী। আমাদের তো এ অবস্থা যে এখানে জিহাদের দাওয়াত চলছে আর আমাদের দৃষ্টি অন্য দিকে যুকছে আমার ভাইয়েরা! শাহাদাতকে শিখ।

এ বছর ছয় হাজার পাকিস্তানী ব্যতীত আর কারো তৌফিক্ব হয়নি ফিলিস্তীনে যাওয়ার। আমরা তো শুধু এখানে বসে যুদ্ধের খবর শুনে আর পত্রিকা পড়ে মুজাহিদদের প্রতি বিষোদগার করি যে তারা গুনাহ্‌গার, তারা এ রকম, তারা ওরকম। বন্ধুরা আমার! আমার একটি কথার উত্তর দাও, জিহাদ রাজনীতি না ইবাদত? জিহাদ রাজনীতি নয়, জিহাদ ইবাদত। যা আল্লাহ্‌ পাক কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন তা রাজনীতি হবে না ইবাদত হবে? যে জিনিসকে আল্লাহর নবী এত মুহাব্বত করতেন এবং বলতেন-

لَوَدِدْتُ اَنْ اُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْىٰ ثُمَّ اُقْتَلَ (الخ)

'আমার মনে চায় যে আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হই-তা কি ইবাদত হবে না রাজনীতি? নিশ্চয়ই ইবাদত। তাহলে আমরা কেন জিহাদকে রাজনীতি হিসাবে গ্রহণ করছি? ইবাদতের বেলায় তো এমন হয় যে তা পালন করতেই হয়, অন্য কেউ করুক চাই না করুক, আমাদের করতেই হয়। হয় কি হয় না? কোন ব্যক্তি যদি এ জন্য নামাজ না পড়ে যে আমি নিজে এক নামাজীকে ঘুষ খেতে দেখেছি, তাহলে আল্লাহ্‌ তায়ালা কি তাকে মাফ করে দিবেন? কেউ যদি বলে, নামাজী ব্যক্তি দাড়ি মুন্ডায় আমি কি ভাবে নামাজ পড়ব?' কেউ বলে নামাজীরা পরস্পর ঝগড়-ফাসাদে লিপ্ত, আমি কিভাবে নামাজ পড়ি? তাহলে কি নামাজ মাফ হয়ে যাবে? যদি মাফ না-ই হয় তাহলে জিহাদের ব্যাপারে কিভাবে মাফ করিয়ে নিয়েছি? কেউ বলে মুজাহিদীন নিজেরাই পরস্পর লড়ছে, এজন্য আমাদের উপর ওয়াজিব নয়। কেউ বলে মুজাহিদদের উমুক গুনাহের কারণে আমাদের উপর ওয়াজিব নয়। আরে এদের গুনাহ্‌ তো আল্লাহ্‌ তায়ালা মাফ করে দিবেন। কেননা আমি নিজ নাকে শহীদের রক্তের ঘ্রাণ নিয়েছি এবং অনেক লোকেই এ রক্তের ঘ্রান নিয়েছে। কিন্তু আমরা নিজের গুনাহ্‌ তো দেখব? আমরা

কখনো জিহাদের নিয়্যাত করিনি। কখনো জিহাদের ইচ্ছাও করিনি। কখনো তরবারীতে হাতও লাগাইনি। কখনো অস্ত্র কাছে থেকেও দেখিনি। কিন্তু আমার নবীতো ২৭ বার অস্ত্র হাতে নিয়েছেন। নবীতো মাথায় শিরস্ত্রান পড়েছেন। আর আমরাতো এমনি রয়েছি যে আমাদের নিজেদের গুনাহের খবর নেই। কিন্তু তাদের গুনাহের্ সামালোচনায় ব্যস্ত। ওরাতো আমাদের থেকে অনেক অগ্রগামী। কেননা জিহাদের রাস্তায় ওরা আমাদের থেকে অনেক আগে বের হয়েছে। আমাদের অবস্থা হচ্ছে, কাফির আমাদের আক্রমণ করছে আর তাদেরকে আমরা অভিভাবক মেনে নিচ্ছি।

সুপ্রিয় বন্ধুরা আমার!

আমরা সমস্ত মুসলমান জিহাদ তরকের গুনাহ্ থেকে তাওবা করি আর না হয় বিপদ আসবেই। হাদীস শরীফে এসেছে-

مَنْ لَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُجَهِّزْ غَازِيًا اَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهٖ بِخَيْرٍ اَصَابَهُ اللّٰهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

'কোন ব্যক্তি নিজে জিহাদ করল না এবং কোন মুজাহিদের যুদ্ধ সামগ্রির ব্যবস্থাও করল না অথবা কোন মুজাহিদ পরিবারের দেখাশুনাও ভালভাবে করল না, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের পূর্বেই কোন ভয়াবহ আজাবে তাকে লিপ্ত করবেন। সে মৃত্যুর পূর্বেই কোন ভয়াবহ আজাব বা কোন বিপদের সম্মুখীন হবে এবং কাঁদতে থাকবে, কিন্তু তার এ কান্না কেউই শুনবে না। কেননা সে যখন অন্য মুসলমানকে গ্রাহ্য করবে না তখন তাকে অন্যরা গ্রাহ্য করবে কেন?

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ

'তুমি জমিন ওয়ালাদের উপর দয়া কর তাহলে আসমান ওয়ালা তোমাদের উপর দয়া করবেন।

আজ মুসলমানদের শহীদ হওয়ার খবর পত্রিকায় পড়ে আমার অন্তরে একটুও ব্যথা লাগে না। এজন্য নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমান-

مَنْ لَّمْ يَهْتَمَّ بِاُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ

'যে ব্যক্তি মুসলমানদের সার্বিক ব্যপারে গ্রাহ্য করে না তার আমাদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আমরা কত আরামে বসে আছি। আর অপর দিকে দ্বীন মিটে যাচ্ছে, ঈমান মিটে যাচ্ছে। কাবা শরীফের দিকে কাফিরের লোলুপ দৃষ্টি। মদীনা শরীফের দিকে কাফিরের অশুভ দৃষ্টি। কাবা শরীফ ও মদীনা শরীফ দখল করার

পায়তারা চলছে। নবীর তরীকাকে মিটিয়ে দেয়া হচ্ছে। ইসলামকে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দেয়া হচ্ছে। কুরআনকে অফিস-আদালত থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে। এখনো কি আমরা নিশ্চুপ বসে থাকব? আমাদের তো ইজ্জত ঠিক আছে। আল্লাহর দ্বীনের ইজ্জত কারো নিকট প্রিয় নয় । প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু নিজের ইজ্জতের পিছনে পড়ে আছি। আল্লাহর নবী নিজের ইজ্জতকে কুরবানী দিয়ে আল্লাহার দ্বীনের ইজ্জতকে বিজয়ী করেছেন। আর আজ আমাদের কোন অনুভূতি আছে? আল্লাহর দ্বীনের ইজ্জতের কি অবস্থা? আমরা খুব খুশি যে আমাদের অনেক ইজ্জত সম্মান। মানুষ আমাকে অনেক সম্মান দেয় আমাদের এই ইজ্জত ও সম্মানের কি ফায়দা যখন আল্লাহর দ্বীন দুনিয়াতে সম্মানী নয়। এ বিপদ আমাদের উপর এসেছে, এ বিপদ আফগানীদের উপর ও এসেছিলো।

এ বিপদ কেন আসল?

মাওলানা জালাল উদ্দিন হাক্কানী বলেন, আমাদের উপর রুশ কেন হামলা করেছে জানেন? এ জন্য যে বোখারা, সমর কন্দে, রুশ কমিউনিষ্টরা যখন হামলা করে তখন তাদের চিৎকার শুনে আমরা শুধুমাত্র কিতাব উল্টিয়ে দেখছিলাম, তাদেরকে রক্ষা করা, তাদের জন্য জিহাদ করা আমাদের উপর ফরজ কি-না? ফরজ হলে ফরজে আইন না ফরজে কিফায়া? এমন দেখতে দেখতে আমাদের উপরও রুশ চড়াও হয়ে বসল। তখন তিনি বলেন, হে পাকিস্তানের মুসলমানেরা! তোমরা আমাদের সাথে এমন ব্যবহার করো না। না হয় তোমাদের উপরও দুশমন হামলা করবে। আল্লাহ্ তায়ালা মাওলানা আরশাদ শহীদ, কমান্ডার আবদুর রশীদ শহীদ ও কমান্ডার শাব্বীর শহীদকে উত্তম প্রতিদান দিন। তারা যদি পাকিস্তানের পক্ষ থেকে রক্ত দিয়ে এ বিপদকে সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ না করতেন তাহলে আমাদের ঐ দিনও দেখতে হতো যেদিন রুশ ভল্লুকেরা জিজ্ঞেস করত যে, বেলুচিস্তান কতদূর এবং করাচীর বন্দর কত দূর? অবশ্যই জিজ্ঞেস করত। কেননা, আফগানিস্তানের শুকনো জমীনে তাদের জন্য কি-ই-বা ছিল? মূলতঃ তাদের লক্ষ্য করাচীর বন্দরই ছিল। আশ্চর্য লাগে যখন লোকেরা মুজাহিদদেরকে খুব সুখী মনে করে।

আমরা কিভাবে মানুষকে বুঝাব যে, কি অবস্থায় আমরা জিহাদ করছি? খোদার কসম আমি আজ এ ব্যাপারে আলোচনা করতাম না। শুধু মুরুব্বীরা আমাকে বাধ্য করেছেন এ ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য। মানুষ মনে করে আমরা খুব সুখেই আছি এবং যখন আমরা মরে যাব তখন অদূর ভবিষ্যতে আমাদের বড় বড় বাড়ী-ঘর হবে, বিশাল উন্নত মানের গাড়ী হবে। এ জন্য আমরা সবকিছু ছেড়ে শুধু মারা আর লড়ার কথা বলে থাকি। একটু লক্ষ্য করুন

আমাদের সামনে নিজের ভবিষ্যত কি দেখাচ্ছে? আমাদের একটি পত্রিকা **'মাসিক ছদায়ে মুজাহিদ'** আমরা অনেক কষ্টে প্রকাশ করে যাচ্ছি, বহু চেষ্টা করছি তার জন্য একটি কম্পিউটার নেওয়ার। এ পত্রিকা যেভাবে উম্মতকে জিহাদের জন্য জাগ্রত করছে। আমি অবাক হয়ে যাই এবং আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করি।

সেই চিঠি আমার নিকট সংরক্ষিত আছে, যে এ পত্রিকা পড়ে মা-বোনদের জিহাদের প্রেরণা আসছে এবং ভাইদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়েছেন এবং উক্ত ভাইয়েরা শহীদ হয়েছেন। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে এমন এক সময় আসল যখন বাধ্য হয়ে আমাদেরকে প্রত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করতে হল। যাদের নিকট পত্রিকা যেত তাদের নিকট চিঠি লিখলাম যে, আপনারা পত্রিকার চাঁদা প্রেরণ করুন আর না হয় আমরা পত্রিকা বন্ধ করতে বাধ্য। এতে এক কাহিনী ছিল, আমার উদ্দেশ্য কোন ইঙ্গিত নয়, আল্লাহর মেহেরবাণী, আমাদের ভয় হচ্ছিল, কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাসও ছিল যে আমাদের এই আল্লাহ্ ওয়ালা পত্রিকা একিদিনের জন্যও বন্ধ হবে না, ইনশাআল্লাহ, কিন্তু এক সপ্তাহ পরে আমি এক পত্র পেলাম, ঐ পত্র আমার বিবেককে নাড়া দিল।

পত্র কার ছিল? পত্র এমন এক ব্যক্তির ছিল যে ময়দানে থেকে ছয় মাস পর্যন্ত আমাদের সাথীদেরকে কমান্ডো ট্রেনিং করিয়েছেন। পত্রটা ঐ নওজোয়ানের ছিল যে যখন তিনি রানাংগনে এসেছেন তখন ছোট ছোট দাঁড়ী ছিল, আর যখন শহীদ হয় তখন আমার চেয়েও লম্বা দাড়ী ছিল, যিনি এতো বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন যে, আজও সাথীরা তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে থাকে। কমান্ডার সালমান শহীদ (রহঃ) কেমন আশ্চর্য লোক ছিলেন যে তিনি পুরো রনাঙ্গনের অবস্থাই পাল্টে দিয়েছিলেন। ঐ পত্র তার পিতার ছিল। তিনি আমাকে লিখেছেন যে, আপনার চিঠি আমি পেয়েছি, আপনি পত্রিকা বন্ধ করে দিচ্ছেন। আমার ঘরে রুটি নেই যে, সালমান শহীদ (রহঃ) এর বাচ্চাদের মুখে দেব। ছয়টি মা'ছুম বাচ্চা সে আমার উপর ছেড়ে গেছে। যদি আপনি আমাকে একটি পত্রিকা ফ্রি দিতে পারেন তাহলে আপনার শুকরিয়াহ্। না হয় আমি পত্রিকার জন্য বাৎসরিক ৮০/= টাকা পাঠাতে অক্ষম।

এইতো আমাদের শহীদদের সাথে হচ্ছে? কমান্ডার আব্দুর রশিদ শহীদের ঘরের দারিদ্রতার কথা আমি কি বয়ান করব? আমরাতো পত্রিকায় সাহায্যের আবেদন করে শহীদদেরকে বেইজ্জতি করতে পারি না। মানুষের কাছে হাত পেতে কখনো পাঁচ-ছয় মাস পর দু-চার টাকা যদি আমাদের হাতে আসে তখন গিয়ে তার বৃদ্ধ পিতা ও তার নাবালেগ শিশু সন্তানদের জন্য দিয়ে আসি। ঐ

ব্যক্তি যিনি রুশকে পরাজিত করেছেন, যিনি শতশত ট্যাঙ্কের মোকাবেলায় একা লড়েছেন। যিনি নিজের জীবন আল্লাহর জন্য দিয়ে দিয়েছেন। তার সাথে মুসলমানগণ এমন ব্যবহার করছে যে তার মেয়ের চিকিৎসা হচ্ছিল না। ঐ মহিলা বিনা চিকিৎসায় ছয় মাস পর মারা গেল। এইতো হলো আমাদের শহীদদের সাথে আচরণ? এইতো হলো আমাদের জিহাদের সাথে ব্যবহার? আমরা পাগল নই, আমাদেরও জানা আছে যে, কাল হয়তো আমাদের পরিবারের সাথেও ঐ একই আচরণ করা হবে। এই আচরণ হাজার বার গ্রহণীয়, কিন্তু এটা গ্রহণীয় নয় যে, মুসলিম রমণীদের ইজ্জত হরন করা হবে, আর তার পক্ষে আওয়াজ উচু করে দুশমনের মাথা গুড়িয়ে দেওয়ার কেউই থাকবে না। আমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই, ইনশাআল্লাহ্ কালও আমরা জিহাদকে চালু রেখেছি। আজও আমরা জিহাদকে চালু রাখব।

নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার॥

সাবিলুনা-সাবিলুনা, আল-জিহাদ, আল-জিহাদ॥

আমরা মনে করি মুজাহিদদের নিকট আকাশ থেকে সাহায্য আসে, আমাদের সাহায্যের কি প্রয়োজন? দেখুন আল্লাহ্র পক্ষ থেকেতো সাহায্য আসেই, কিন্তু মুসলমানদের উপর যে ফরয ছিল নিজের মাল জিহাদের মধ্যে ব্যয় করা,এ জন্য আল্লাহতালা বলেন-

وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

'যদি জিহাদের জন্য মাল খরচ না কর তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমাদের এই মাল কাফেররা লুটে নিয়ে যাবে।

ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহঃ) এর ফতোয়া

ঈমাম আল্লামা ইবনে তাইমীয়া (রহঃ) কে কেউ জিজ্ঞেস করল যে, কোন মহল্লায় মানুষ নাখেয়ে মরছে এবং অন্য জায়গায় মুজাহিদদের অর্থের প্রয়োজন, এখন কি ভুকাদের খানা খাওয়াব? না মুজাহিদদের সাহায্য করব। তখন ঈমাম ইবনে তাইমীয়া (রহঃ) উত্তরে বলেন, অনাহারী ব্যক্তিদের মরতে দাও কেননা তারাতো আর কুফুরের অবস্থায় মরবে না? মুজাহিদদের অবস্থান মজবুত কর কেননা তারা যদি হেরে যায় তাহলে পুরো দেশের যত মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা আছে সবগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হবে। এ জন্য আল্লাহ পাক জিহাদের প্রতিদান এত অধিক রেখেছেন যে **জিহাদের রাস্তায় এক টাকা খরচ করলে সাড়ে সাতকোটি টাকার সওয়াব**। কিন্তু আজ কে? এই ফযিলতের উপর আমল করার জন্য তৈরী? আজ কত মুজাহিদকে কাশ্মিরের বাজারে এই অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় যে আমাদের আমীর সাহেব কারো কাছ থেকে কিছু চেয়ে এনে আমাদেরকে ভিতরের দিকে পাঠাবে।

কখনো আমরা প্রশাসনের নিকট বাধাগ্রস্থ হই। কখনো সৌদিয়ানদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার শুনতে হয়। কখনো জিহাদের ময়দানে গিয়ে এখানে ফিরে আসতে হয়। মুজাহিদ ভাইয়েরা অভিযোগ করে যে, আজ আমাদের এমন কোন কিতাব নেই যে মুজাহিদরা বসে বসে তালীম করবে। কত লোককে অনুরোধ করেছি যে, জিহাদের জন্য একটু কলম ধরুন। যেই ধরেছে জিহাদের তাবিল তথা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের জন্য ধরেছে। কিন্তু ঐ সমস্ত উলামায়ে কেরাম ব্যতীত যারা খোলাখোলিভাবে স্পষ্ট ভাষায় উম্মতকে জিহাদের মাস্‌আলার উপর উঠাচ্ছেন। আর না হয় কেউ মুজাহিদদেরকে বানর বানিয়েছেন। কেউ শূকর বানিয়েছেন। জিহাদের কোন ধরনের খেদমতের জন্য কেউ প্রস্তুত নয়। আমরা একাজে পুরোপুরি পরাজিত হয়েছি। যেদিকে যাই সেদিকেই মানুষ বলে কাজ কর, কিন্তু কে আমাদের সাথে কাজ করবে? মাদ্রাসার ফারেগীন উলামাকে যখন বলা হয় এসো আমাদের সাথে কাজ কর। যেই না বেচারা আমাদের সাথে একটু কাজ করতে সম্মত হয় তখনি তাকে উল্টো বুঝানো হয় যে, তুমি সমস্যায় পড়বে। কেননা তুমিতো এক জন আলেম। এখানকার কোন মাদ্রাসায় বা কোন মসজিদে যদি থাক তাহলে বেতন পাবে। আর ওখানে যদি কেউ যায় তাহলে তার পরিবারকে উপবাস থাকতে হয়।

নবীজী মুরগী খেয়ে জিহাদ করেন নি

কিন্তু আমরা আজ চিন্তা করছি, মাসৃআলা যতই কঠিন হোক তবুও যেন মুসলমান জিহাদের উপরে পাক্কা হয়ে যায়। কারণ আমাদের নবীতো মুরগী খেয়ে জিহাদ করেননি, বরং পেটে পাথর বেঁধে জিহাদ করেছেন। আমাদের সামনেও নবীর সেই আদর্শ রয়েছে এবং সে আদর্শের উপরে আমল করতে আমাদের সব মুজাহিদ প্রস্তুত ইনশাআল্লাহ্। যদি প্রয়োজন হয় আমরাও পেটে পাথর বাঁধব। আমার নবীর ঘরে চুলায় আগুন জ্বলেনি, আমরাও আমাদের পরিবারকে সেভাবে তৈরী করেছি। যেদিন আমাদের লাশ আসবে সেদিন চুলায় আগুন জ্বলুক বা না জ্বলুক তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু মসলমান জিহাদের নিয়ত ব্যতীত মৃত্যুবরণ করা, জিহাদে বের হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করা, অন্তরে জিহাদের ইচ্ছাটুকুও পোষণ না করা, জিহাদের ট্রেনিং পর্যন্ত না করা, এত বড় গুনাহ যেসব কিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই গুনাহ আমাদের জীবন থেকে বের না হবে এবং জিহাদের প্রয়োজনীয়তা বুঝে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে আমাদের সমস্ত কাঁন্নাকাটিই বৃথা।

নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার॥

সাবিলুনা-সাবিলুনা, আল-জিহাদ, আল-জিহাদ॥

আমরা হাজারো কাঁন্নাকাটি করি যে বাবরী মসজিদের এ হয়ে গেছে, ও হয়ে গেছে। **আল্লাহপাকের ওয়াদা রয়েছে যে, জিহাদে বের হও আমি সাহায্য**

করবো। আমাদের নওজোয়ানদের মধ্যে এমনও ছিল, যারা একটি হাদীস শুনেছে মাত্র যে, যদি কোন মুসলমান হাতে তরবারী নেয় তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে নিয়ে গর্ববোধ করেন, তখন ঐ নওজোয়ানেরা সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ক্লাশিনকোভ হাতে নিলেন। কেননা হাতে যদি ক্লাশিনকোভ থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে নিয়ে গর্ববোধ করবেন। এ রকমও ছিলেন, যিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস ও মুজাহিদ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (রহঃ) এর ঐ প্রসিদ্ধ কবিতা যা তিনি তুছূহ রণাঙ্গন থেকে পবিত্র মক্কা মদীনার আবেদ ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) এর উদ্দেশ্যে জিহাদের দাওয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। তা শুনে সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে, মুফ্তী ছিলেন কিন্তু তবুও জিহাদের ময়দানে পৌঁছে শহীদ হয়ে গেলেন এবং তার রক্ত থেকে এত সু-ঘ্রাণ ছড়াচ্ছিল যে মানুষ চিৎকার করে বলতেছিল যে আমরা বিগত দশ বৎসরে এমন আশ্চার্য ঘটনা আর দেখিনি এবং তার চেহারায় জান্নাতী নূর চমকাচ্ছিল। সে ভাগ্যবান ব্যক্তি হলেন শহীদ মুফ্তী আবু উবায়দা (রহঃ)।

এ রাস্তায় পরাজয় নেই

বন্ধুরা আমার, শুহাদায়ে কেরাম যে রাস্তা নির্ধারণ করে চলে গেছেন এই রাস্তায় চলতেই থাক, চলতেই থাক। যদি তোমাদের পায়ে কাঁটাও বিধে যায়, যদি তোমাদের রাস্তায় প্রতিবন্ধকতাও এসে যায়, যদি তোমাদেরকে বড় বড় পদেরও সম্মুখীন করা হয় এবং তোমাদের জন্য বড় বড় মিম্বর এবং মেহরাবও খালি করে দেওয়া হয়, আল্লাহর ওয়াস্তে দ্বীনের সব কাজ করতে থাক, কিন্তু তবুও জিহাদ ছাড়বে না। এ জন্য দৃঢ় সংকল্প করে নাও। আমাদের প্রত্যেক সাথী এ শ্লোগান লাগাও যে, সাবিলুনা-সাবিলুনা, আল-জিহাদ, আল-জিহাদ। এ শ্রোগানের অর্থইহল যে, জিহাদই আমার মূল কাজ। আমীর আসুক বা না আসুক, যত কিছুই হোক, পুরো দুনিয়া আমার বিরুদ্ধে চলে যাক, সমস্ত জিনিস খতম করে দিলেও, আমার মৃত্যু এসে গেলেও আমি জিহাদ করেই যাব, তবুও আমি জিহাদী জীবন ছাড়ব না ইনশাআল্লাহ। (নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, সাবিলুনা-সাবিলুনা, আল-জিহাদ, আল-জিহাদ।

বন্ধুরা আমার! এ রাস্তায় পরাজয় নেই। আমরা আজ পুরো দুনিয়ার মুসলিম শাসকদের থেকে নিরাশ হয়ে নিজেদের রাস্তা নিজেরাই নির্ধারণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই মুহূর্তে আপনাদের হিম্মত ও সাহসের প্রয়োজন। এই মুহূর্তেও যদি আমরা জাগ্রত না হই, তা হলে সমস্ত বাতিল শক্তি মিলে আমাদেরকে মিটিয়ে দেবে এবং এই দেশে বাগদাদের নির্মম ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করা হবে। হে দ্বীনের হেফাযতকারী উম্মতের নওজোয়ান ভাইয়েরা, আমাদের রক্ত হযরত হানযালা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর রক্তের চেয়ে মূল্যবান নয়, আমাদের রক্ত এবং আমাদের জীবন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রক্ত ও

জীবন থেকে অধিক মূল্যবান নয় যদি তোমাকে বলা হয় তুমি এখানে থেকে দ্বীনের কাজ কর, এখানে তোমাকে বেশী প্রয়োজন, তুমি এ কথায় কখনো রাজি হয়োও না, **তুমি দ্বীনের প্রত্যেক শাখাকেই জীবিত রাখ, কিন্তু দ্বীনের যে শাখাতেই থাক মুজাহিদ হয়ে থাক।**

নবীজির দৃঢ়তা

একটু লক্ষ্য করুন, আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে জিহাদের দাওয়াত শুধু মাত্র মুখের দ্বারা দেয়া হয়নি, বরং আমার নবী নিজের রক্ত প্রবাহিত করে জিহাদের দাওয়াত দিয়েছেন। আমার কথা না হয় না-ই মানলে, ওলামাদের কথা না হয় না-ই শুনলে, কিন্তু আমার নবীর দাওয়াত শুনেও কি মানবে না? আমার নবী রক্ত প্রবাহিত করে উম্মতের এক এক ব্যক্তিকে জানিয়ে দিয়েছেন- যতদিন তোমরা আমার এই রক্ত কণিকার উ্পর চলতে থাকবে ততদিন ইজ্জত মিলবে, সফলতা মিলবে, বিজয় মিলবে, দুনিয়ার কোন পরাশক্তি তোমাদের মোকাবেলায় টিকতে পারবে না। বন্ধুরা! নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতকে লঙ্ঘন করো না, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্ত দিয়েছেন, কলিজা টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামযা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর জন্য অশ্রু প্রবাহিত করেছেন। তিনি হযরত যায়েদ বিন হারেছা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর শাহাদাতের আঘাত সহ্য করেছেন, তবুও জিহাদে বের হয়েছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় কবি আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহাহ্ পৃথক হয়ে গেছেন, তবুও বের হয়েছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাত ভাই হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালেব রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর উভয় বাঁজু কেটে গেছে। তার পরও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লড়ছেন।

বন্ধুরা আমার!

নবীজীর দৃঢ়তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। পেটে পাথর বাঁধার পরও লড়েছেন। চতুর্দিকে তীর বৃষ্টি, তার মাঝেও লড়েছেন। মুনাফিকরা তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে দিচ্ছে, তখনও লড়েছেন, সামাজিকভাবে বয়কট হয়েছেন তারপরও লড়ে গেছেন। ঐ সময়কে ভুলনা যখন আমার নবী দুনিয়া হতে বিদায় হচ্ছিলেন তখনও উসামা বিন যায়েদ (রায়িয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর নেতৃত্বে এক বাহিনী প্রস্তুত ছিল যারা মদীনার বাইরে যাচ্ছিলেন। নবী নিজের মিরাছত তথা উত্তরাধীকার সম্পদের মধ্যে এলেমের পরে যা কিছু রেখে গেছেন তা যুদ্ধাস্ত্র ছিল। তা তরবারী ছিল, নেযা ছিল। যে তোমাদের থেকে এ সম্পদ ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করবে তাকেই ধরো এবং এ মিরাছতকে সর্বদা তোমাদের হাতে রাখ। যতক্ষণ তোমাদের হাতে এ চমকিত তরবারী থাকবে, ততক্ষণ এ জাতির

ভাগ্য কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। এবং এ জাতি মর্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহণ করতেই থাকবে এবং যেদিন এ তরবারী থেকে গাফেল হবে, সেদিনই হবে এ জাতির দুর্ভাগ্যের দিন। যদি একটি পশুও নিজের আত্মরক্ষা ছেড়ে দেয়, তাহলে তার দুনিয়াতে বেঁচে থাকার কোন অধিকার থাকে না। তাকে জীবন্ত খেয়ে ফেলা হয়।

মোটকথা, যে-ই নিজের আত্মরক্ষায় গাফেল হয়, তার পৃথিবীতে থাকারই কোন অধিকার থাকেনা। যদি আমার কথার প্রমাণ চাও তাহলে চৌদ্দশত বছর পূর্বের ইতিহাস দেখ। এক ব্যক্তি যিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন, যিনি নিজের সাহাবীদের মাঝে ঘোষণা দিচ্ছেন- কে আছ, আজ দুশমনের মাঝে গোয়েন্দাবৃত্তি করবে? আজ মুসলমানদের মাঝে গোয়েন্দাবৃত্তিরও নৈরাশ্যজনক অবস্থা। নবীজি সাহাবীদেরকে এর জন্য প্রস্তুত করতেন। তহাবী শরীফের বর্ণনা- আল্লাহর নবীর মজলিসে কাফিরের গুপ্তচর এসে বসল, নবীজি চিনে ফেললেন এবং ঘোষণা করে দিলেন কে আছ তাকে হত্যা করবে? তাকে তার সমস্ত মাল দিয়ে দেয়া হবে। হযরত সালমা বিন আক্বওয়া রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু গিয়ে ঐ গুপ্তচরকে হত্যা করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ গুপ্তচরের সমস্ত মাল তাঁকে দিয়ে দিলেন। নবীজির এ তরীকা দেখ, কি পরিমাণে মানুষকে জিহাদের দাওয়াত দিয়েছেন।

বসনীয়ার এক নির্মম কাহিনী

অবশেষে এক হাদীসের ব্যাখ্যা করে আমি কথা শেষ করে দিচ্ছি। আমার বিশ্বাস সমস্ত মুসলমান জিহাদ ছাড়ার গুনাহ্ থেকে অবশ্যই তাওবা করবে। করবে কি করবে না? অন্তরের গভীর থেকে তাওবা করবে। এ হঠকারীতা যেন না কর যে, কোন গুনাহ্-ই করিনি। হায়! যদি একটি নজির তোমাদের সামনে এখানে দেখানো যেত, তাহলে আমরা সবাই আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতাম যা কাশ্মিরে অহরহ হচ্ছে। বসনিয়ার এলাকায় এক মুসলমান নিজের বাচ্চা নিয়ে দুরের এক হাসপাতালে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সার্বীয় সৈন্যরা বাধা দিয়ে বলল- কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, বাচ্চাটা অসুস্থ, হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। সৈনিকরা বলল- আমাদের নিকট ঔষধ আছে, এ বলেই বাচ্চাটিকে কোলের উপর রেখে খঞ্জর দিয়ে বাচ্চাকে জবাই করে ফেলল। বাচ্চার ছটফট করার কারণে সৈনিকদের গায়ে বাচ্চার রক্ত পড়ল।

তখন তারা বাচ্চার পিতাকে বেদম প্রহার শুরু করল, তোমার বাচ্চার নাপাক রক্ত আমার শরীরে লাগল কেন? এবং প্রহার করতে করতে তার দু'চক্ষু উপড়ে ফেলল। হায়! এখনো বলবে জিহাদ ফরজ হয়নি? কারণ সে তো আমাদের বাচ্চা ছিল না। যে বাচ্চাকে জবাই করা হলো তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। না আছে ব্যবসায়ী সম্পর্ক, না আছে কোন জাতীগত সম্পর্ক

যারা মুসলমান হবে তারা অবশ্যই তার জন্য লড়বে এবং তার ঘুম হারাম হয়ে যাবে তার পিতার উপর যে জুলুম হল তা মানবতার কতবড় লজ্জাজনক অধ্যায়।

বন্ধুরা আমার! আল্লাহর নবীর থেকে অধিক কর্মব্যস্ত কি কেউ ছিল? (জ্বী-না) যতগুলো দ্বীনি জিম্মাদারী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ছিল, আর কারো উপর কি এতগুলো দ্বিনী জিম্বাদারী আছে? অধিক স্নেহশীল কি কেউ ছিল? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উম্মতের প্রতিশোধক, এ উম্মতের প্রতিরক্ষা এ উম্মতের সংরক্ষণ ও হিফাজতের জন্য জিহাদের পথ অবলম্বন করেছেন। সাতাইশ বার নিজে বের হয়েছেন। হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহু বলেন-আমাদের নবী এতো বাহাদুর ছিলেন, যুদ্ধের ময়দানে সবার সামনে দাঁড়াতেন, আমরা সবাই তাঁর পিছনে দাঁড়াতাম। যুদ্ধের ময়দানে সবার সামনে বুক টান করে দাঁড়াতেন। নবীজি শিরস্ত্রান পরতেন। কিতাবে নবীজির ঘোড়ার আলোচনা আছে, যার মধ্যে বসে নবীজি যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গলায় তরবারী ঝুলিয়েছেন। হে মুসলমান! তোমাদের মিসওয়াকের সুন্নাতের প্রতি যেরূপ মুহাব্বত হয়, তরবারীর সুন্নাতের প্রতিও তদ্রূপ মুহাব্বত হওয়া চাই। তুমি যদি এর প্রতি হঠকারীতা কর যে, পাগড়ী সুন্নত, নিঃসন্দেহে অনেক উঁচু সুন্নাত। তাহলে একদিন ইহাও দেখাও যে তোমার মাথায় জঙ্গী টুপি।

মহান এক বিজয়ীর বেশে

আল্লাহর নবী এ শিরস্ত্রান পরে মক্কার জমীনে প্রবেশ করলেন। আমি যখন এ ঘটনা পড়ি যে আল্লাহর নবী বিজয়ীর বেশে ঐ মক্কায় প্রবেশ করলেন, যেখান থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। নবীজি ঘোড়ার উপর উপবিষ্ট, মাথায় বাবরী চুল ঝুলছে, তার উপর আবার শিরস্ত্রান গলায় তরবারী ঝুলানো। **(আল্লাহু আকবার কাবীরা)**

মক্কা বিজয় হয়ে গেল। প্রতিমাগুলো ধ্বংস করে দেয়া হল। ঘোষণা করে দেয়া হল, মক্কা ফেরত এসে গেছে। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালার ওয়াদা সত্য। নবীজি ঘোষণা করে দিলেন- পনেরজন কাফিরকে কোথাও ছাড়বে না, যেখানেই পাও, তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। এ বলে আমার নবী খুব চমৎকার ভঙ্গিতে এক মহান বিজয়ীর ন্যায়, এক মুসলমান জেনারেলের ন্যায় যখন মাথা থেকে শিরস্ত্রান খুলছিলেন তখন কেউ বললেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ঐ ইবনে খাতাল কাফির, যে সর্বদা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত, ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত, কাবা শরীফের ছাদের খুটি ধরে ঝুলে আছে। হুজুর শিরস্ত্রান খোলা অবস্থায় বললেন- এ অভিশপ্তকে ওখানেই হত্যা করে ফেল। আল্লাহু আকবার কাবীরা) আমি তখন বললাম, হে আল্লাহ্! আমাদেরকেও এমন নজীর নসীব কর।

আমাদেরকেও এরকমভাবে টুপি খুলে আল্লাহর দুশমনদের হত্যা করার তাওফীক দান করুন, যাতে করে নবীর এ তরীকা জিন্দা হয়ে যায়। এটা নবীজির তরীকা কি-না বল? ঐ যুগে এমন কিছু লোক ছিল যারা নিজেদের অর্থনৈতিক অক্ষমতার কারণে জিহাদে যেতে পারতেন না, তাই সাহাবায়ে কেরাম যখন জিহাদে রওয়ানা হতেন, তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতো। কুরআনের ভাষায়-

تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ اَنْ لَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ

' অর্থাৎ, তারা যখন ফিরে আসতেন তখন চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতো। হে আল্লাহ্! আমাদের এ পরিমাণ টাকা-পয়সা নেই যে আমরা জিহাদে যাব, এ বলে তারা ঝরঝর হয়ে কাঁদতেন। কখনো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাদের কান্না এতই পেরেশান করত যে, তাদের সত্য নিয়্যাতের উপর নবীজির এত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি সাহাবাদেরকে বলতেন-তোমরা যুদ্ধে যাও, আমি তাদের সাথে থাকব- পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের সাথে। যদি আমার এ পিছনের লোকদের চিন্তা না হত, যাদের অস্ত্র নেই, তরবারী নেই এবং আমার নিকটও এ পরিমাণ যুদ্ধ সামগ্রীর ব্যবস্থা নেই যা দিয়ে তাদেরকে যুদ্ধে নিয়ে যাব, তাহলে আমি প্রত্যেক জিহাদেই অংশগ্রহণ করতাম। ঐ সত্তার কছম, যাঁর কুদরতী হাতে আমি মুহাম্মদের জীবন। আমার মনে চায় আমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হই। পুনরায় আমাকে জীবিত করা হোক, এরকমভাবে আল্লাহর নবী ৩ বার বা ১০ বার বলেছেন। এর উপর ভিত্তি করে মুহাদ্দিসীনে কিরাম লেখেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই লদলকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। যারা ক্রন্দনরত অবস্থায় পিছনে রয়েছেন, তাদেরকে এ সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, তোমাদের নিয়্যাতের উপর আমার এত প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস রয়েছে যে, তোমাদের জন্য আমিও রয়ে গেছি।

তাহলে এ সাহাবাদের সান্ত্বনা হবে কি হবে না? হ্যাঁ বন্ধুরা! অবশ্যই সান্ত্বনা হবে। যারা যাচ্ছিলেন তাদের একটু চিন্তা আসল, জিহাদে তো যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু রাসুলের সংশ্রব থেকে তো বঞ্চিত থাকব। এতোদিন আল্লাহর নবীর সাথে সাক্ষাৎ হবে না। সাহাবীদের খুব মুহাব্বত ছিল নবীর সাথে, তাই মুহুতের জন্যেও বিচ্ছিন্নতা সহ্য হত না। তখন আল্লাহর নবী তাদরকে বললেন-তোমাদের পেরেশান হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা তোমরা ঐ আমলে যাচ্ছ স্বয়ং আমি যেই আমলের আকাংকা করি। আমি নবী হয়ে শহীদ হওয়ার আকাংখা করি। যে আমল আমি তালাশ করি, তোমরা সে আমলেই যাচ্ছ। সুতরাং তোমাদের এ চিন্তা করাই ঠিক নয় যে, তোমরা আমার সংশ্রব থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলে।

আমাদের কি অবস্থা হবে?

বন্ধুরা আমার! এ হাদীসকে সামনে রাখ। দুই গ্রুপের সাথেই রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রয়েছেন। এক. ঐ গ্রুপ যারা জিহাদে বের হয়ে রাসুলের এ হুকুমকে জীবিত রাখে, দ্বিতীয়তঃ ঐ গ্রুপ যারা যুদ্ধ সামগ্রীর অভাবে পিছনে থেকে তাওবা-ইস্তেগফার করতে থাকে। কিন্তু যদি তৃতীয় কোন গ্রুপ আসছে, যারা না জিহাদে বের হয়েছে, না পিছনে পড়ে কান্নাকাটি করে, না জিহাদে তাদের মাল লেগেছে, না তাদের জান লেগেছে। তারা ঐ বিপদে আছে, যেই বিপদ ঐ সাহাবীদের উপর এসেছিল, যারা জিহাদে না যাওয়ার কারণে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছিলেন এবং তাদের থেকে চেহারা ফিরিয়ে রেখেছিলেন। কাল কিয়ামতের দিন যদি আমাদের সাথেও আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেন এবং আমাদের থেকেও চেহারা ফিরিয়ে নেন, তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে? তারা তো ঐ সাহাবী ছিলেন যারা সর্বদাই জিহাদে যেতেন, সারা জীবনে শুধুমাত্র একবার যাননি। আমরাতো পুরো জীবনেও একবার যাইনি। তাহলে আল্লাহর নবী যদি আমাদের থেকেও কাল চেহারা ফিরিয়ে নেন, তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে? চিন্তার বিষয় কি-না? বন্ধুরা, আল্লাহ তায়ালা ফরমান كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

'তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ' আল্লাহ্ কুরআনুল কারীমে বলে দিয়েছেন, এজন্য আমি আমার সমস্ত মুসলমান ভাইকে বলব, এ পর্যন্ত জিহাদের সাথে যতো অলসতা হয়েছে, তার উপর তাওবা কর। আয় আল্লাহ্! আমাদেরকে মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! শুহাদায়ে কেরাম রাস্তা দেখিয়ে গিয়েছেন কিন্তু আমরা পিছনে রয়ে গেছি! সুতরাং আমাদেরকে মাফ করে দিন। হে আল্লাহ! তোমার ঘর মসজিদ ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে, আমরা শুধুমাত্র গলা বাজি করেই ক্ষান্ত হচ্ছি। মেহেরবাণী করে আমাদেরকে মাফ করে দিন।

দুনিয়াতে গোনাহ ব্যাপক হয়ে গেছে। আমরা হাতের দ্বারা তা প্রতিহত করিনি, যার কারণে তা বেড়েই যাচ্ছে। আমাদেরকে মাফ করে দিন। অন্তরের গভীর থেকে আল্লাহর নিকট মাফ চাও। যদি এ মুহুর্তে ইসলামী বিপ্লব আসে তাহলে গুনাহ্ ও অশ্লীলতা অনেকাংশেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। কেননা সবচেয়ে বড় গোনাহ্ ও অশ্লীলতা হল কুফর। আজ সর্বত্র কুফরের রাজত্ব বিরাজমান। সবচেয়ে বড় তরীকা হচ্ছে ইসলাম এবং আজ তা অনেক পিছনে। ইসলামের তরীকা কায়েমের জন্য আমরা জিহাদ করব। এখনো যাদের জিহাদের ট্রেনিং করা হয়নি, আমাদের ট্রেনিং সেন্টার খোলা আছে। এখন সর্বশেষ সুযোগ। পরিস্থিতির কারণে হয়তো যে কোন মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কাল যদি ইমাম মাহদী (আলাইহিস সালাম) এসে যায়, পুনরায় হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এসে

যায়, আর জিহাদের সুযোগ মিলে যায়, তাহলে আমরাতো বঞ্চিত হয়ে যাব। আর বঞ্চিত অবস্থায় মৃত্যুর পর কি উপায় হবে?

বুড়ো বাবাদের প্রতি

আমাদের বুড়ো বাবাদের নিকট অনুরোধ, সন্তানদেরকে মাল কামানোর মাধ্যম বানাবেন না। যদি তাদেরকে মাল কামানোর মাধ্যম বানান তাহলে তারা আপনাকে ঘৃণা করবে, আপনাকে লাঞ্ছিত করবে। হাদীসের মধ্যে আছে যে, **তুমি মানুষের মনের প্রতি দৃষ্টি রাখ তাহলে মানুষ তোমাকে মহব্বত করবে,** আর যদি তুমি তাদের পকেটের প্রতি দৃষ্টি দাও তাহলে তারা তোমাকে ঘৃণা করবে। হে আমার বুড়ো বাবারা, নিজ সন্তানদের উপর দুনিয়া কামনা করো না। যদি দুনিয়া কামনা কর তাহলে তোমার প্রতি তাদের ঘৃণা জন্মাবে। **তাদের খোদার পথের মুজাহিদ বানাও, জিহাদের পথে শহীদ অথবা গাজী বানাও,** তাহলে কাল কিয়ামতের ময়দানে গর্বের সাথে মাথা উঁচু করে দাড়াতে পারবে এবং হাশরের দিন হাশরের কঠিন বিভিষীকা থেকে বাঁচতে পারবে। কোন্ কোন্ নওজোয়ান এখনো ট্রেনিং করনি হাত উঁচু করে দেখাও। যারা এখনো ট্রেনিং করনি, তারা কালই ট্রেনিং এর জন্য বের হয়ে পড়, যারা প্রস্তুত তারা দাঁড়াও। অনেক সাথী আলহামদুলিল্লাহ ট্রেনিং প্রাপ্ত। খুশি হচ্ছোতো এ মাসআলার উপর? আল্লাহ কিন্তু দেখছেন, আল্লাহর সাথে মিথ্যা ওয়াদা করো না, সত্য ওয়াদা কর।

বন্ধুরা আমার! কাল পর্যন্ত এক নৈরাশ্যতা ছিল যে, জিহাদের দাওয়াত তো দেওয়া হচ্ছে কিন্তু জিহাদ করবে কোথায়। কাল পর্যন্ত কোন রাস্তা আমাদের সামনে ছিল না। যাদের মনে প্রেরণা আসত তারাও কিছু করতে পারত না। আমি এতটুকুও শুনেছি যে, আমাদের অনেক আকাবের উলামায়ে দেওবন্দ নিজের ঘাড় এমনভাবে মোড়াতেন, যেন ঘাড় মোটা হয় এবং জিহাদের ময়দানে দুশমনের উপর প্রভাব পড়ে। ঘোড়া পালন করতেন, যদি জিহাদের সুযোগ মিলে যায়, তাহলে এর উপর ছওয়ার হয়ে যেন জিহাদে যেতে পারেন। নিজ মুরীদও শাগরীদদেরকে অসিয়্যত করতেন যে আমার মৃত্যুশয্যায় শায়ীত অবস্থাও যদি জিহাদ আরম্ভ হয়ে যায়, তখন আমাকে চৌপায়াতে করে তোমাদের সাথে জিহাদের ময়দানে নিয়ে যাবে, তাহলে অন্ততঃপক্ষে দুশমনের ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ হলেও শুনতে পারবো এবং মুজাহিদদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবো।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর জিহাদী প্রেরণা

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধি আছে যে, ডাক্তারগণ নিষেধ করলেন যে, আপনি বুড়ো হয়ে গেছেন এখন আর জিহাদে যাবেন না। তিনি বললেন, যদি আমি অন্যকিছু নাও করতে পারি কমপক্ষে মুজাহিদদের মাল সামানের হেফাযত তো করতে পারবো এবং মুজাহিদদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবো। যেন আল্লাহপাক তাদের সাথে আমার হাশর করেন। হযরত হাসান

বসরী (রহঃ) এর মত মানুষ, যার মাধ্যমে সমস্ত সুফীয়ানে কেরামের সিলসিলা চলে, তিনি জিহাদের সিলসিলা চালু রেখে ছিলেন। এরপর এই সিলসিলা একেবারেই হ্রাস পেয়ে যায়। আমরা শুধুমাত্র ফযিলত শুনাইতে ও শুনতে ছিলাম, কোন রাস্তা সামনে ছিল না। আল্লাহপাক এর শুকরীয়া যে আমাদের মুজাহিদীন পৃথিবীর এমন এমন দেশে গিয়ে জিহাদ করছেন এখানে যার নাম নেয়াও আমি সাবধানতার বিপরীত মনে করি।

এ খবর আমরা পত্রিকায়ও প্রকাশ করি না, কেননা এ কাজ আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য করছি। আমরা চাই এই জিহাদের কাজ পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে, সম্পূর্ণ দ্বীনি তরীক্বায় হতে থাক। খুব কঠিন অবস্থায় আমাদের মুজাহিদরা লড়ে যাচ্ছে। আল্লাহর জমিন সাক্ষী এবং ভিনদেশের পাহাড় সাক্ষী, কিরূপ কুরবানী তারা দিয়ে যাচ্ছে। এরশাদ ও অহিদুল্লাহ যারা এখন কাশ্মিরে শহীদ হয়েছেন, কিরকম জীবনবাজীর স্বাক্ষর রেখেছেন। আজ সমগ্রদেশে আমাদের শাখা হয়েছে, জায়গায় জায়গায় আমাদের কেন্দ্র হয়েছে আমাদের অফিস হয়েছে। আজ সাথীদের নিকট যাও তাহলে দেখবে, তাদের এক কণ্ঠ, এক কর্মকাণ্ড, এক উদ্দেশ্য, সবাই শাহাদাতের প্রত্যাশী। যিনি সামনে সেও, যিনি পিছনে আমীরের অধীনে কাজ করেন সেও, সবাই শাহাদাতের প্রত্যাশী। আমরা ইসলামের ঐ পন্থায় বিশ্বাসী, যা সঠিক জিহাদের পন্থা। যার মধ্যে জিহাদ ব্যতীত অন্যকিছুই নেই। তার পূর্বে আপনারা কি কখনো জিহাদ সম্পর্কে এত স্পষ্ট বয়ান শুনেছেন? শুনতে পারেন যে, জিহাদের অনেক ফযিলত, কিন্তু হোটেলে গিয়ে মুরগীর বদলে ডাল খাওয়া এটাও জিহাদ, শুনেছেন কি শুনেনি? ঠাণ্ডা পানি এসে গেল আর অমনি একজন বলল যে, নফস অনেক মোটা হয়ে গেছে, তাই এখন ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করাও জিহাদ।

একদিকে জিহাদের বয়ানও হতো অবশেষে পানির পাত্রও খালি করা হতো, বলা হতো যে, জিহাদ অনেক বড় ফযিজলত ওয়ালা আমল। অবশেষে বলা হতো এখানে আমরা যা করছি, তাও জিহাদ। সুতরাং ওখানে যাওয়ার কি প্রয়োজন? কিন্তু আলহামদুল্লিাহ এটা ঐ শুহাদায়ে কেরাম ও উলামায়ে কেরাম, যথা মুফতী আহমাদুর রহমান সাহেব, এসমস্ত মুরুব্বীদের মেহনতের ফল যে, আজ জিহাদের সত্যিকার ও সহীহ অর্থ উম্মতের বুঝে আসছে।

অবশেষে আপনাদের প্রতি আরয, যদি আপনারা চান যে, আপনাদের জীবন জিহাদের উপর অতিবাহিত হোক এবং যে কোনভাবে এই জিহাদের শরীক থাকবেন, বুড়ো অবস্থায়, জাওয়ান অবস্থায়, বাচ্চা অবস্থায়, যেকোন অবস্থাই হোক এ সংগঠনের সাথীদের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখবেন। আপনাদের ঐ রাস্তাও সামনে আসবে, যেখানে প্রেরণাও মিটবে এবং ঈমানেরও উন্নতি হবে। তার জন্য সামনে বাড়বোতো ইনশা আল্লাহ? আসুন আমরা নিজ জীবনে জিহাদের এই অংশকে জরুরীভাবে গ্রহণ করি। আল্লাহপাক আমাদেরকে আমলের তৌফীক্ব দান করুন। [আমীন]

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ الخ -

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اَلْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ يَوْمَ بَعَثَنِيَ اللّٰهُ اِلٰى اَنَّ اٰخِرَ اُمَّتِيْ تُقَاتِلُ مَسِيْحَ الدَّجَّالَ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ -

আমার সম্মানিত ভাই ও দোস্ত বুযর্গ এবং একই কাফেলার সাথীবৃন্দ,

এটা আমার প্রভুর দয়া ও তার অশেষ মেহেরবানী যে, আজ দীর্ঘ সাড়ে ছয় বৎসর পরে আমি দ্বিতীয় বার আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরেছি। দিল্লী কলোনী আমার নিকট এবং আমি দিল্লী কলোনীর নিকট অপরিচিত নই। এই সমাবেশে অনেক চেহারা পূর্ব থেকেই পরিচিত। এখানের মানুষের মহব্বত ও ভালবাসা আমার তখনই অনুভব হয়েছে যখন আমি দিল্লীর কারাগারে ছিলাম এবং আমি চিন্তা করছিলাম যে, দিল্লী কলোনীই কি রকম এবং দিল্লীর অধিবাসীরাই বা কি রকম। আপনারা তো দিল্লী ছেড়ে বহু পূর্বেই কাফেরের হাতের মুঠোয় এসে গেছেন। দিল্লী বহু পরিবর্তন হয়ে গেছে। আল্লাহ চাহেতো দিল্লী কলোনীতে কোন পরিবর্তন যেন না আসে। আর যদি আসেই তা হলে যেন ভাল পরিবর্তন আসে, কোন খারাপ পরিবর্তন যেন না আসে।

আল্লাহর দরবারে হিসাব দিতে হবে

এ সমাবেশে অনেক চেহারা এমনও দৃষ্টি গোচর হচ্ছে, যাদেরকে আমি যুবক দেখে গিয়েছি এখন তাদের দাড়ি সাদা দেখতে পাচ্ছি। এমনও অনেক লোক আছে যারা আজ এখানে নেই অন্য কোথাও চলে গেছেন এবং একথা নিশ্চিত যে, আমরাও অচিরেই এখানে থাকব না, সুন্দর অট্টালিকা যা ছোট থেকে বড় করে বানাচ্ছি তার মধ্যে থাকার জন্য অন্য কোন বংশ পরম্পরা তৈরী হয়ে আছে এবং আমরা আজ মাটির উপরে বসে আছি কাল নিশ্চিত মাটির নিচে চলে যাব এবং এখানে অন্য কেউ থাকবে। আমাদেরকে আল্লাহর দরবারে নিজ কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে।

একটি প্রশ্ন

আমার সম্মানিত বুযর্গানে দ্বীন ও নওজোয়ান ভাইয়েরা,

আমার প্রতি একটি প্রশ্ন বারবার উত্থাপন করা হয় এবং আমি সেই প্রশ্নের আলোকে এখানকার মুসলিম ভাইদেরকে একটি দাওয়াত দেওয়ার জন্য এখানে হাজির হয়েছি। প্রশ্ন করা হয় যে, যখন এখানেও দ্বীনের খেদমত হচ্ছিল, অনেক লোক সুন্নতের নূরে নুরান্বিত হচ্ছিল, অনেকেই বয়ান শুনে শুনে দাঁড়ি রাখছিল, অনেক মহিলা পর্দার পাবন্দি করছিল, অনেক যুবক দ্বীনের উপর উঠছিল তখন পুনরায় ইন্ডিয়া সফর করার কি প্রয়োজন ছিল? পুনরায় কাশ্মির যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? নিজেকে নিজে বিপদের সম্মুখীন করার কি প্রয়োজন ছিল? দ্বীনের খেদমতের সমস্ত দরজা কি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল? যে সেখানে গিয়ে কারাগারের অন্ধকার কুঠরীতে বসতে হয়েছে? এই ধরনের ধারণাও মানুষের দিলে আসে যে ঐ ব্যক্তি যিনি কাল ছোট মসজিদ বা শামীম মসজিদে বসে দরসে কোরআন দিতেন তিনি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছেন।

আর এই পাগলামীর কারণেই নিজের বন্ধু-বান্ধব ও মুহিব্বিনদের ছেড়ে ঐ লোকদের মাঝে চলে গেছেন যারা খেদমত তো করতই না বরং উল্টো বেদম প্রহার করতো। কাল পর্যন্ত এখানে দাঁড়িতে চুমু দেওয়ার মত লোক ছিল, কিন্তু ঐখানে এই দাড়ি উপড়ে ফেলার মত লোক সামনে আসল। কাল এখানে পায়ে জুতো পরানোর মত লোক ছিল এবং ঐখানে পায়ের এই জুতো উঠিয়ে মাথায় নিক্ষেপ করার মত দুশমন সামনে আসল। কাল পর্যন্ত মহব্বতের নজরে দেখার মত চক্ষু ছিল, কিন্তু তার পরে ঐ চক্ষু সামনে আসল যার মধ্যে বিষন্নতার চাপ ছিল, যার মধ্যে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ছিল প্রতিশোধ স্পৃহা ছিল। কোন সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন ব্যক্তি, কোন বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি এত সুখ সাচ্ছন্দের জীবন ছেড়ে এত কষ্টের জীবন বরণ করে নিতে পারে না। নিশ্চিত ঐ ব্যক্তি পাগল হয়ে গেছে। আর এই পাগলামীর কারণেই চলে গেছেন। তাই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমি আত্মহারা হয়ে আছি। স্পষ্ট ভাষায় বলে দেব যে, আপনারা তো মাসাআলা এতটুকু বুঝেছেন। বাস্তবেই আমি আকলমান্দ নই।

পাগলামীর কারণ

আমি পাগল হয়ে গেছি এবং আমার পাগলামীর কারণ অনেক হাত ঐ মুসলমানদের রক্ত যা আফগানিস্তানের জমিনে প্রবাহিত হচ্ছে। আমাকে পাগল করেছে বাবরী মসজিদের ঐ আত্মচিৎকার যার উপর ঐ দেশের লোক জন ও নিশ্চুপ বসে ছিল এবং আমাদের তিন হাজারেরও অধিক মসজিদ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। আমাকে এজন্যও পাগল হতে হয়েছে যে, ঐসমস্ত তথাকথিত

আকলমান্দ ও বুদ্ধিজীবীরা আমাদেরকে কি দিয়েছে? তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা আমাদেরকে দোকানদার বানিয়ে দিয়েছে। আমাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে দাঁড়িপাল্লা দিয়ে দিয়েছে, আমাদেরকে দুনিয়ার গোলাম বানিয়ে দিয়েছে। পুরো রাত্র দোকানে জাগ্রত থাকার মত ব্যক্তিত্ব বানিয়ে দিয়েছে। আজ আমরা ঐ জিনিষ ভুলে গিয়েছি যে জিনিসের মাধ্যমে আমাদের মাওলা আমাদের জান ও মালের বিনিময় করেছিলেন।

দিল্লীর সম্মানিত ভাইয়েরা,

তোমরাই ঐ লোক ছিলে যারা দিল্লী থেকে কুফরকে নির্মূল করেছিলে। যাদের বংশে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (রহঃ)– এর মত বীর মুজাহিদ জন্ম নিয়েছিল। যেখান থেকে শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)–এর মত সেনাপতির আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু আজ দিল্লীওয়ালাদের মধ্যে দোকানদার এবং দোকানের কর্মচারী ব্যতীত আর কিছুই বাকী নেই। ঐ বুদ্ধিজীবিরা এই জুলুম করেছে যে আমাদেরকে মুসলমানীর রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য রাস্তায় এনে দাঁড় করিয়েছে। ঐ সমস্ত কথিত বুদ্ধিজীবিরা আমাদের থেকে জিহাদের পথকে ছিনিয়ে নিয়েছে। আজ আমাদের ঘরে জিহাদের আলোচনা পর্যন্ত নেই। এত বিশাল জনসমুদ্র যার মধ্য থেকে একজন লোকও শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত নয়, এলাকার পর এলাকা বিরান পরে আছে। অবশেষে বংশীয় কৌলিণ্যের উপরে জীবন দেওয়ার মত লোক জীবিত আছে। কাফেরদের ঝাণ্ডার উপরে প্রাণ দেওয়ার মত লোক জিবীত আছে, আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক কি এতই দুর্বল হয়ে গেছে? যে, আমরা আল্লাহর জন্য প্রাণ দিতেও ভয় পাই?

এখন প্রয়োজন

আমরা আল্লাহ্র নিকট যেতে ভয় পাই। রোযাতো অনেকেই রাখি কিন্তু যার জন্য ভুকা থাকি তার নিকট যেতে ভয় পাই। সেজ্দাতো অনেক করি কিন্তু যাকে সেজ্দা করি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে ভয় পাই। সাক্ষাৎতো হতেই আছে, ইউসুফপুর ও সফিকপুর এর কবর স্থানগুলো ভরপুর হচ্ছে। মৃত্যু পিয়াসিরা মরে গেছে এবং আমরা যাদের মৃত্যু আসার আসবে। তথাকথিত বুদ্ধিজীবিগণ আমাদের কে কি দিয়েছে? ঐ বুদ্ধিজীবিরা আমাদের ঘর থেকে দ্বীন বের করে কুফর প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। এজন্য এখন প্রয়োজন ঐ পাগলদের যারা আল্লাহ্র মহব্বতে পাগলপারা, যারা রাসুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেমে পাগলপারা, যারা বাবরী মসজিদের হেফাজতের জন্য পাগলপারা, যারা নিজ ভবিষ্যত বংশধরের ঈমান বাঁচাতে পাগলপারা হবে, যারা চেচনীয়া, ফিলিস্তীন, কসভো, আফগানিস্তান এবং কাশ্মীরের মুসলমানদের ঈমান বাঁচাতে পাগল হবে।

আজ উম্মতের ঐ সমস্ত বুদ্ধিজীবিদের কোন প্রয়োজন নেই যারা দিনেও দুনিয়া কামায়, রাতেও দুনিয়া কামায়, কামাতে কামাতে মৃত্যুবরণ করে।

ভিডিও ফিল্মে দেখানো হচ্ছে

কাফের আমাদেরকে খেয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের উপর বিজয়ী হয়েই যাচ্ছে। ইহুদীদের স্কুলে যেয়ে দেখ, ভিডিও ফিল্মে দেখানো হচ্ছে আপনার মেয়ে, আমার মেয়ে, আপনার বোন, আমার বোন, কাল কিভাবে বাজারে বিক্রি হবে তা তাদের লোকজনকে দেখাচ্ছে। কেননা ইতিপূর্বে তারা বোখারা সমরকন্দে এই খেলাই খেলেছে এবং আজ এখানে ঐ খেলার পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছে। আমাকে পাগল ও দেওয়ানা করেছে ঐ সমস্ত মজলুমদের আত্মচিৎকার যে মজলুমদেরকে আমরা দোকানদারীর চক্করে পড়ে ভুলে আছি। যখন দুর্ভিক্ষ ছিল তখন আমরা পুরো রাত্র দোকানে জাগ্রত থাকা শিখেছি। কিন্তু এক মুহূর্তও ঐ রনাঙ্গনে অতিবাহিত করতে শিখোনি যেই রনাঙ্গনে আমার নবীর দশটি বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। আজ আমরা এই দুনিয়ার জন্য দুঃখ-কষ্ট বরদাশ্‌ত করাকে ভালভাবেই শিখে নিয়েছি। কিন্তু আল্লাহর দ্বীনের জন্য আমার এই শরীর কোন কষ্ট বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়।

আমি জিবীতই রয়েছি

দিল্লী কলোনীর মুসলমান ভাইয়েরা, মাওলা দেখছেন। মৃত্যু তো একদিন সবারই হবে। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখা চাই, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য জান কুরবান করতে চায় সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট বহু মূল্যবান হয়ে যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য জান কুরবান করতে প্রস্তুত নয় তার জান একেবারেই সস্তা, লাঞ্ছিত এবং অপদস্ত। কেউই বাঁচতে পারবে না। জীবন উৎসর্গকারীও নির্ধারিত সময়ে মরবে। আর যে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত নয় সেও নির্ধারিত সময়ে মরবে। সাড়ে ছয় বৎসর দুশমনের জিন্দানখানায় বন্দী ছিলাম। চতুর্দিকে দুশমনের বন্দুক তাক করাই ছিল। কিন্তু আমার আল্লাহ আমাকে মারেনি। আমি জীবিতই রয়েছি এবং পুনরায় জীবিতই ফিরে এসেছি। আজ তারা আমাকে মারার জন্য দৈনিক লক্ষ কোটি ডলার খরচ করছে। যে কোন জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অথবা গুলি করে আমাকে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ আমার মাওলা আমার হায়াৎ লিখে রেখেছেন ততক্ষণ তারা সফলকাম হতে পারবে না। **যে ব্যক্তি মরতে চায় সেও নির্ধারিত সময়ে মরবে। যে মরতে চায় না সেও নির্ধারিত সময়ে মরবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য জীবন উৎসর্গ করতে চায় তার শান ও মর্যাদা ভিন্ন হয়ে থাকে।**

আল্লাহই আমাদেরকে নিরাপত্তা দেন

আমার সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম, আমরা কি কুরবানীর ঈদের জন্য পশু পালন করি না? তার জান আমাদের নিকট খুব মূল্যবান। তাকে নিজ হাতে

খাওয়াই, নিজ হাতে লালন-পালন করি। নিজ হাতে তার হেফাজত করি। বলুন তো পুরো দিল্লী কলোনীতে একটি শুকরও কি কোথাও বাঁধা পাওয়া যাবে? না, পাওয়া যাবে না। কেননা তার প্রানের সাথে আমাদের কোন চাওয়া-পাওয়া নেই। ঠিক তদ্রুপ আমরা যখন আল্লাহর জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী হয়ে যাই তখন আল্লাহ আমাদেরকে গায়েব থেকে খাওয়াবেন। আল্লাহ আমাদেরকে পান করবেন, আল্লাহই আমাদের নিরাপত্তা প্রদান করবেন, আল্লাহই আমাদের হেফাজত করবেন। কিন্তু যখন আমরা বলি, হে আল্লাহ! তোমার নাম তো নেব ঠিক, কিন্তু জান তোমাকে দেব না। সেজদায় গিয়ে সুবহানা রাব্বিয়াল আলা পড়ব ঠিক, কিন্তু জান তোমাকে দেব না। হে আল্লাহ, তোমার সাথে ওয়াদা তো করব, কিন্তু জান তোমাকে দেব না। নামাজ এজন্য পড়ব যে, রিজিকের মধ্যে যেন বরকত হয়। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে জান দেব না। তখন আল্লাহর নিকট আমাদের এই জানের কোনই মূল্য থাকে না। তখন কাফের এ অবস্থায় আমাদের দাফন করে যে, আমাদের জানাজা পড়ার মত কেউ থাকে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের খরিদ্দার ছিলেন। আল্লাহতো আমাদের সাথে এবলে লেনদেন করেছিলেন যে।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الخ

আল্লাহ তাআলা জান্নাতের বিনিময়ে তোমাদের জান এবং মাল ক্রয় করেছেন। আল্লাহ তোমাদের খরিদ্দার বনেছেন।

লন্ডনের মার্কেট ও আল্লাহর মাকেটিং

একবার লন্ডনে গিয়েছিলাম তখন আমার মেজবান আমাকে একটি মার্কেট দেখাতে চাইলেন। অনেক বড় মার্কেট। বল্লেন, এটা খুব চমৎকার মার্কেট। এই মার্কেটে বড় বড় আরব শাহ্জাদারা মার্কেটিং করতে আসে। এজন্য এ মার্কেট দেখতে বহু লোক আসে। কিছু দিন পূর্বে লন্ডনের এক বাড়ীতে আমার যেতে হয়। যে বাড়ীর দুইটি যুবক ছেলে ছিল এবং দুজনকেই আল্লাহ তাআলা নিজ রাস্তায় কবুল করেছেন। একজন কাশ্মিরে শহীদ হয়েছেন। দ্বিতীয়জন আফগানিস্তানে শহীদ হয়েছেন। আমি ঐ বাড়ীওয়ালাদের সাক্ষাতের জন্য গেলাম যে আমি তাদের বাবাকে দেখব– যার রক্তে আল্লাহ তায়ালা এত বরকত রেখেছেন। একটি নয়, দুইটি ছেলেকেই আল্লাহ তায়ালা কবুল করে শাহাদাতের তাজ ঐ বাপের মাথায় রেখে দিয়েছেন। আমি চাচ্ছিলাম যে, ঐ মায়ের সাথে গিয়ে সাক্ষাত করব। যখন কেয়ামতের দিন দুনিয়ার সমস্ত মায়েরা পেরেশান হবে এবং এই মহিলা এত উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন হবে যে, এক পুত্র কাশ্মির থেকে

আম্মা-আম্মা বলে চিৎকার দিয়ে উঠবে, অপর পুত্র আফগানিস্তান থেকে চিৎকার দিয়ে উঠবে এবং দুইজনে মায়ের দুই হাত ধরে বিনা হিসাবে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে। আমি বললাম, মানুষতো লন্ডনের ঐ মার্কেটকে দেখতে আসে যেখানে আরব শাহজাদারা মার্কেটিং করতে আসে। কিন্তু আমি ঐ কাঁচা বাড়ীকে দেখতে চাই, যেখানে আমার মাওলা মার্কেটিং করেছেন। আল্লাহ তাঁদের মাল কবুল করেছেন। আল্লাহ তাঁদের ছেলেদের জান কবুল করেছেন। আমার মাওলা মার্কেটিং এর আওয়াজ দিচ্ছেন। আমার প্রতিপালক ঘোষণা দিচ্ছেন যে, কেউ কি আছে? যে আমার থেকে জান্নাত নিয়ে নেবে। ইয়া আল্লাহ! তার জন্য মূল্য কি দিতে হবে? আল্লাহ বলছেন, কিছুই দিতে হবে না, শুধুমাত্র আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে, আমরা বলি সাক্ষাত করব না, বড়ই ভয় লাগে। আমরা কি কোন ফেরাউনের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই যে, আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করতে ভয় লাগে। আমরা মুখে বলি, যে আল্লাহ তায়ালা মায়ের চেয়ে তোমাকে সত্তর গুণ বেশী মহব্বত করি।

কিন্তু আমরা মায়ের সাথে তো সাক্ষাৎ করতে চাই, কিন্তু আল্লাহর সাথে কেন সাক্ষাৎ করতে চাই না? আল্লাহ তায়ালা দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, কেউ কি আছে যে আমাকে নিজ মাল দেবে? আছো কেউ আমাকে জান দেবে? এই মাল আমিই দিয়েছি। এই জানও আমিই দিয়েছি। এখন আমিই আবার ক্রেতা বনে গেলাম। কে আছ আমাকে জান এবং মাল দেবে? আমাকে জান এবং মাল দিলে আমার পথে বাড়তে হবে, জান কুরবান করতে হবে। বলতো সাহাবাদের কোন পরিবার ছিল কিনা যেখানে শহীদ ছিল না? যেখানে জিহাদের আঘাত প্রাপ্ত লোক ছিল না? আজ আমাদের পরিবারের অবস্থা দেখুন। আমাদের পরিবার থেকে কেউ এক দিনের জন্যও জিহাদে বের হতে প্রস্তুত নয়।

আমার সম্মানিত দোস্ত-বুজর্গ, এই মাসআলা বুঝা ব্যতীত যদি আমরা মরে যাই তাহলে অনেক লজ্জাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। আমরা অতীতের মুসলমানদের চেয়ে অধিক পবিত্র নই যে, আমাদের হিসাব-কিতাব হবে না। সাহাবীদের থেকে আমরা অধিক গরীব নই যে, জিহাদে আমরা কিছুই খরচ করতে পারব না। তাদের থেকে অধিক পেরেশানীও আমাদের নেই যে, নিজেরা ময়দানে বের হতে পারব না।

আমার ঘরে কোন পুরুষ নেই

সাহাবাদের অবস্থাতো এই ছিল যে, চার পুত্র ময়দানে বের হয়ে গেছেন, বিবি নিজ স্বামীকে জিহাদে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং একসময় নিজেও অস্থির হয়ে ময়দানে পৌঁছে গেছেন। পরবর্তী মুসলমানদের অবস্থা কিতাবে আপনারা

দিন-রাত পড়ছেন যে, জনৈক মহিলা প্রথম বৎসর নিজ পুত্রকে পাঠিয়েছেন পুত্র শহীদ হয়েছেন। তারপর নিজ স্বামীকে পাঠিয়েছেন স্বামীও শহীদ হয়ে গেছেন। তার পর ছোট ছেলেকে পাঠিয়েছেন। সেও শহীদ হয়েছেন। তার পরের বৎসর যখন মুজাহিদীন জিহাদের ডাক দিয়েছেন তখন ঐ মহিলা সেজদায় পড়ে ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগলেন হে আল্লাহ্ –এই বৎসর কাকে পাঠাবো, আমার ঘরে তো কোন! পুরুষ বাকি নেই। এই বৎসর বুঝি আমার ঘর খালি থাকবে? আমার ঘর থেকে কেউ জিহাদে যাবে না? যে জিহাদ মুসলমানদের জন্য নামাজের মতই ফরজ, তা আমার ঘর থেকে আদায় হবে না? ঐ মহিলা একটু চিন্তা করলেন এবং নিজের মাথার এক মুষ্ঠি চুল কেটে একটি বেনী বানিয়ে মুজাহিদদের আমীরের নিকট গিয়ে বলতে লাগলেন যে,

সম্মানিত আমীর সাহেব,

আমার দুই পুত্র শহীদ হয়ে গেছে, আমার স্বামীও শহীদ হয়ে গেছেন। ঘরে আর কোন পুরুষ বাকী নেই। কিন্তু আমি জিহাদের ফজিলত হতে বঞ্চিত থাকতে চাইন না। দয়াকরে আমার এই সামান্য চুলের বেনীখানা আপনার ঐ ঘোড়ার লাগামে শামিল করে নিন। যে ঘোড়ায় চড়ে আপনি জিহাদে যাবেন। তাহলে যেন আমি আল্লাহর দরবারে বলতে পারি। হে আল্লাহ তোমার এই বান্দির এই বৎসরও জিহাদ নাগাহ হয় নাই। জিহাদ ক্বাজা হয়নি। এই বৎসরও আমি জিহাদে পরিপূর্ণভাবে অংশ নিয়েছি। কেমন লোক ছিলেন তাঁরা। কত মহান ছিরেন।

দ্বীনের জন্য নিবেদীত প্রাণ এক মায়ের কাহিনী

এরকম আর ও এক মহিলা সম্পর্কে বর্নিত যে তিনি এক আলেমের বয়ান শুনছিলেন। ঐ আলেম শাহাদাতের ঘটনা বয়ান করছিলেন যে– হে দুনিয়ার মজা ও স্বাদ তলবকারীরা, শাহাদাতের মৃত্যু জান্নাতের হুর গিলমান অপেক্ষাও অধিক মিষ্টি। শাহাদাতের মৃত্যু জান্নাতের দুধ ও মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি। জান্নাতে গিয়ে কেও দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবেনা। কিন্তু শুধুমাত্র শহীদ জান্নাতে গিয়েও বলবে– হে আল্লাহ আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দাও। জেন শাহাদাতের স্বাদ পুনরায় ভোগ করে আসতে পারি। শাহাদাত এতই মিষ্টি লাগে যে, যখন জান বাহির হয় তখন মানুষ আমাদেরকে বলে, যে সাবধানতা অবলম্বন কর। গাড়ীর নিচে বিস্ফোরন হতে পারে। আমরা বলি আহ! যদি দ্রুত বিস্ফোরন হতো। কেননা দুনিয়ায় আমাদের বিবাহের সময় ঢোল-তবলা কিছুই বাজাতে পারিনি। কারণ ইসলাম অনুমতি দেয়নি। কিন্তু এই বিস্ফোরনের আওয়াজতো আমাদের জন্য সানাই হবে। যখন প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ হবে আল্লাহর যেয়ারত

নসীব হবে। আকাশ হতে ফেরেস্তা অবতীর্ণ হয়। জান্নাতের হুররা পর্যন্ত প্রথম আকাশে চলে আসে মুজাহিদগকে দেখার জন্য। ঐখানে বসে মুজাহিদকে দেখতে থাকে। ঐ আলেম বয়ান করছিলেন যে, কিভাবে জান্নাতের হুরগণ মুজাহিদের জন্য প্রথম আসমানে বসে প্রতিক্ষা করতে থাকে এবং কিভাবে তাদের জন্য দোয়া করতে থাকে। ঐ মহিলা দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন–

মাওলানা সাহেব, আমার পুত্র ইব্রাহিম মাত্র বালেগ হয়েছে। আমি চাই তার শাদী মোবারক জান্নাতের হুরদের সাথে হোক। এখন আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি তাকে নিয়ে যান। দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিয়েন বললেন–এগুলো আমার পুত্রবধুর জন্য মোহর দিলাম। এগুলো আপনি মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিবেন। নিজের পুত্রকে গলায় জড়িয়ে ধরে খুব আদর করে বললেন– যাও বেটা, জান্নাতে সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু স্মরণ রেখ পিঠের উপর জখম খাবে না। তাহলে আমি আল্লাহর নিকট লজ্জিত হয়ে যাব। পুত্র ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। মা ছেলেকে বিদায় দিচ্ছেন। হাফেয সাহেব পড়তে পড়তে যাচ্ছেন

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ

আল্লাহ ঈমানদারদের ক্রেতা বনে গেছেন। জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান-মাল ক্রয় করেছেন। ময়দানে তুমুল লড়াই শুরু হল। মায়ের ঘুম আসছেনা। একটু চক্ষু লেগে আসল অমনি স্বপ্নে দেখছেন পুত্র এসে বলছে, আম্মা আজ আপনার বউ (হুর) আমার মিলে গেছে। এরকম লোক ছিলেন তাঁরা।

মুজাহিদের দোয়া আম্বিয়াদের (আঃ) দোয়ার সমতুল্য

আজ বড়ই দুঃখের বিষয়ঃ এইযে এবং দুঃখ শুধু এজন্যই যে আপনাদেরকে আমাদের ভয় লাগে। অনেক মুসলমান তো জিহাদ কি তাও জানে না। মানবে কি? এতবড় গুরুত্বপূর্ণ ফরজ, যার মধ্যে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। সাড়ে চার শত আয়াত পবিত্র কোরআন মজিদে শুধু এই ফরজ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আফসোস! যদি কোন হাফেজ সাহেব একটু চিন্তা করত। নামাজ যেরকমভাবে ফরজ জিহাদও সেরকম ফরজ। কিন্তু এ ফরজ কতটুকুইবা আমরা আদায় করছি।

পুনঃরায় চতুর্দিক হতে আমাদের মাথার উপর বিপদ ও মুসিবত আসছে। আর আমরা কেঁদে কেঁদে বলছি যে আমার এই ঘরোয়া পেরেশানী, ঐ ঘরোয়া পেরেশানী। হায়! যদি আমরা জিহাদের পথ কে অবলম্বন করতাম তাহলে কসম খোদার এই ঘরোয়া পেরেশানী, এই ছোট খাট পেরেশানী আমাদের নিকট

আসতেও লজ্জাবোধ করত। কেননা মুজাহিদতো শুধু আল্লাহর জন্যই জিহাদ করে। তাদের এক এক কদমে আল্লাহর রহমত নাজিল হয়। তাদের দোয়াসমূহ আল্লাহ তায়ালা এমনভাবে শুনে থাকেন যেমন আম্বিয়া (আঃ) দের দোয়াসমূহ শুনতেন। কিন্তু জানিনা কে আমাদের বাজুতে এই শীতলতার ইনজেকশন লাগিয়ে দিল যে, মুসলমান কাঁদছে, মুসলমান নির্বিচারে মরছে। কিন্তু আমাদের দিলে সামান্য ব্যাথাও অনুভব হয় না।

মুসলমান ব্যবসায়ী হয়ে গেছে

আমাদের দিল তাদের জন্য সামান্য উহ্ পর্যন্ত করে না। আজ চর্তুদিকে মুসলমানদের উপর কি চলছে? কি অবস্থার মধ্যে মুসলমান দিন যাপন করছে। আমি জেলখানায় নিজে দেখে এসেছি। তাদের কে কারেন্টের তাপ দেয়া হয়। তাদের কে উল্টো লটকানো হয়, তাদের দাঁড়িতে পেশাব করা হয়। ঐ অবস্থায় সে কালিমা পড়তে থাকে। তখন তার মুখের মধ্যে পেশাব করা হয়, যেন সে কালিমা পড়তে না পারে। সে মুসলমানদের চিৎকার করে ডাকতে থাকে, তখন কাফের অট্টহাঁসি হেঁসে জবাব দেয়, মুসলমানতো ব্যবসায়ী হয়ে গেছে। মুসলমানতো দোকানদার হয়ে গেছে। মুসলমান ভীরু কাপুরুষ হয়ে গেছে। তুমি কাকে ডাকতেছ? এখন তোমাকে এই লাঞ্ছিত-অপদস্ত জীবনেই কাটাতে হবে। তোমাকে এরকমভাবেই বেইজ্জত হতে হবে। সঠিকভাবে বল, ক্বেয়ামতের দিন আমরা আল্লাহর নিকট কি জবাব দিব? যদি রাসুল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সাতাইশ বার জিহাদের জন্য ঘর থেকে বের হতে পারেন, তাহলে মুসলমান তুমি বল তুমি কতবার বের হয়েছ? যদি হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর সমস্ত মাল জিহাদের জন্য ক্বোরবান হতে পারে, তাহলে মুসলমান তুমি বল, তোমার কতটুকু মাল জিহাদে লেগেছে? যদি সাহাবাদের শরীর জিহাদের ময়দানে আহত হতে পারে তাহলে বল আমরা এই সুস্থ সবল দেহ নিয়ে কিভাবে আল্লাহর দরবারে যাব?

তৃতীয় কোন রাস্তা অবলম্বন করনা

আমার প্রিয় বন্ধুরা! মাসআলা বুঝার চেষ্টা করুণ এবং জিহাদের এই মাসাআলাকে নিজের অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত করে নিন। অন্ততঃ জিহাদ অস্বীকার করা থেকে অবশ্যই তওবা করুন। আর না হয় কোরআনের সাড়ে চারশত আয়াত অস্বীকার করে আমরা আল্লাহর সামনে যেতে পারবনা। আমি শুধুমাত্র একটি কথার দাওয়াত দিচ্ছি এবং আমার আলোচনা সমাপ্ত করতেছি। আপনারা তো দ্বীনের কথা বুঝার মত লোক, প্রথম কথা হলো- আমাদের জন্য সোজা রাস্তা আল্লাহ তায়ালা মুজাহেদীনদের এক আমলী প্লাটফরম আমাদের সামনে এনেছেন। আমরা নিয়ত করে নিই এবং প্রতিজ্ঞা করে নিই ডান-বাম থেকে চক্ষু

ফিরিয়ে আল্লাহর মহব্বতে পাগলপারা হয়ে যাই। এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে আমরা এই জিহাদের রাস্তায় বের হওয়ার নিয়ত করি যে, হে আল্লাহ! আজ থেকে পিছনে জিহাদের ব্যাপারে যত অলসতা হয়েছে, সব খতম। এখন থেকে আমরা ইনশাআল্লাহ্ এই রাস্তা অবলম্বন করব। কারো বলা ব্যতীত দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত সকাল-বিকাল, রাত-দিন এক করে আমরা এই রাস্তায় বের হব ইনশাআল্লাহ্! আর যদি খোদা না খাস্তাহ্ (আল্লাহ না করুন) এখনও পর্যন্ত দিলে ভীরুতা ও কাপুরুষতা বেষ্টন করে থাকে তাহলে আমার একটি আবেদন ও নসিহত স্বরন রাখবেন আল্লাহর নিকট অবশ্যই তওবা-এস্তেগফার করতে থাকুন যে, হে আল্লাহ! আমরা অনেক বড় অপরাধী যে, আমরা জিহাদ করি না। এই দুই রাস্তা ব্যতীত তৃতীয় রাস্তা কোন মুসলমান অবলম্বন করব না। ঘরে বসে খানা খেয়ে ঐ মুজাহিদদের বিরোধিতা করব? যাদের সাথে মিলে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য আকাশের ফেরেস্তারা পর্যন্ত দরখাস্ত করে, যাদের উপর আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হয়– আমাদের কণ্ঠ ঐ মুজাহিদদের বিরুদ্ধে চলে? আমরা জিহাদের ফরীযাকে উলট-পালট করার চেষ্টা করব? আমার ভাইয়েরা-এই জুলুম কেউ করবেন না। হয়তো জিহাদে বের হয়ে নিজে এই ফরীযার স্বাধ গ্রহণ করব, না হয় নিজের ঘর থেকে অন্য কোন ব্যক্তিকে বের করে ছাড়ব।

যদি নিজে বের হতে বা অন্যকে বের করতে না পারি তাহলে বুঝব এখন পর্যন্ত ঘরে অমঙ্গল রয়ে গেছে কেননা আল্লাহ এই ঘর থেকে কাউকে কবুল করেননি। এখনও মালের মধ্যে অমঙ্গল রয়ে গেছে যার কারণে আল্লাহ এই মাল জিহাদের জন্য কবুল করনেনি। এই জন্য তওবা-ইস্তেগফার করা চাই এবং প্রত্যেক নামাযে বলা চাই যে, আল্লাহ! এত বড় ফরীযা ছিল যা তুমি আমার উপর আবশ্যক করেছিলেন, কিন্তু আমি অলসতার মধ্যে রয়ে গেছি। আমি গোনাহ্গার! হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা করে দাও। তাহলে সম্ভবত ক্ষমার কোন রাস্তা খুলতে পারে। হে আল্লাহ! আমায় জিহাদের জন্য দাঁড় করিয়ে দাও।

ফারুকে আযম (রাযিঃ) যাদের নিকট দোয়া চাইতেন

কিন্তু এ রকম যেন না হয় যে, জিহাদও করব না এবং ঐ মুজাহিদদের রাস্তায় প্রতিবন্ধক হব যারা আমাদের মা-বোনদের হেফাজত ও সংরক্ষণের জন্য স্বয়ং নিজ ঘরের মা বোনদের ভুলে গিয়েছে। যারা মুসলমানদের বাড়ি ঘরকে কাফেরের বোম্বিং থেকে বাঁচানোর জন্য নিজের বাড়ী ঘর ছেড়েছেন। যারা মুসলমানদেরকে রিযিক পৌঁছানোর জন্য নিজের খানাপিনা ভুলে গেছেন। যারা আল্লাহর প্রেমিক, যারা আল্লাহর সৈনিক, যারা আল্লাহর জন্য জান দেওয়ার মত সাহস রাখে, তারা তো ঐ মহান লোক যাদেরকে জিহাদের ময়দান পর্যন্ত পৌঁছানের জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে চলতেন।

তারা ঐ লোক যাদের নিকট স্বয়ং ফারুকে আযম (রাঃ) দোয়ার দরখাস্ত করতেন। তারা ঐ মহান লোক যাদের উপর ফেরেস্তাদেরও ঈর্ষা হয় তাদের বিরোধীতা করা, তাদের উপর অঙ্গুলী উঠানো কোন মুসলমানের জন্য নিশ্চিতভাবে না জায়েয। আমার মুজাহিদ কর্মী ভাইয়েরা যারা এখানে স্থানীয় ইউনিটে কাজ করেন তাদের নিকট আমি আরয করব। যে মুসলমানদের ঈমান বাঁচানোর জন্য আপনারা নিজেরা আরাম করা ছেড়ে দিন। এক এক মুসলমানের নিকট গিয়ে জিহাদের মাছআলা বুঝান। এই বাক্য ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে মুখস্ত করান যে, জিহাদ নামাযের মতই ফরয এবং এই ফরযকে মুললমান পুনরায় জিবীতকরবে তো মুসলমানের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, কেউ আমাদের রুটি রুযি বন্ধ করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ্।

সেই ইজ্জতের রুটি

এগুলো অনর্থক ধমকী যে যদি মুজাহিদগণ সামনে বাড়ে তাহলে আমরা তোমাদের রুটি রুযি বন্ধ করে দেব, তোমাদেরকে আমরা আমাদের রাযেক (রিযিকদাতা) মানি না, আমাদের রাযেক তো একমাত্র আল্লাহ্। আফগানিদের রুটি তোমরা বন্ধ করেছ, তোমরাতো একপিছ কেক খেয়েও হজমির ঔষধ খেতে হয়। আল্লাহ ঐ আফগানীদের দেড় ফুট লম্বা রুটি খাওয়াচ্ছেন। ধুম্বার গোস্ত খাওয়াচ্ছেন। তোমাদের অর্থনৈতিক অবরোধ তাদের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। আমার রব রিযিকদাতা, তিনি রিযিক দিতে জানেন। তোমরা চাও তোমাদেরকে আমরা ভয় পাই যে, তোমরা অবরোধ আরোপ করবে আমাদেরকে ক্ষুধায় মারবে। আমাদের ঘর থেকে ফ্রিজ এবং গাড়ি নিয়ে যাবে। আমরা বলব গাড়ি ছিনিয়ে নাও, আমরাঘোড়ায় চড়ে আসব ইনশাআল্লাহ এবং তোমাদের মাথার উপর বাদশাহী করব। তোমরা আমাদের রুটি ছিনিয়ে নিবে তখন আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের জন্য ইজ্জতের রুটি আসবে। সেই ইজ্জতের রুটি যা খেয়ে আমরা অসুস্থ্ হবনা। আমাদের দ্বীনিপ্রেরণা বৃদ্ধি পাবে, আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে। এই যালেমরা চায় যে, মুসলমানদের চারপাশে মুজাহিদীনদের যে বাহিনী আছে যাদের কারণে পুরো দুনিয়ায় মুসলমানদের ইজ্জত আর সম্মান, রয়েছে সে বাহিনীকে ধ্বংস করে দিতে এবং মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে খেয়ে ফেলতে। এই জন্য সমস্ত মুসলমান এবং মুজাহিদ কর্মী ভাইয়েরা, আসুন, জিহাদকে এক ফরয মনে করে, এক ইবাদত মনে করে, আল্লাহ্ ত'য়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এক হুকুম মনে করে, আমরা সবাই এই ধারাবাহিকতায় মেহনত করি। তাহলে দেখবেনএই ধরায় কিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত নাযিল হয়।

হযরত মাওঃ ক্বারী শাহ্ মোঃ মনসুর সাহেব (দাঃ বাঃ) এর মুল্যবান বয়ান–

আজকের এই সমাবেশ দ্বীনি মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য আয়োজন করা হয়েছে। আমীরে মুহতারাম হযরত মাওঃ মাসউদ আযহার সাহেব (দাঃ বাঃ) যখন করাচী তাশরীফ এনেছেন তখনি তার ডায়রীতে লিখে দেওয়া হয়েছে যে, দ্বীনি মাদ্রাসার ছাত্রদের সাথেও একটি বৈঠক করতে হবে, কেননা বাস্তবে আমীরে মুহতারাম নিজে বরং সমস্ত মুজাহিদীনদের সম্পর্ক এই দ্বীনি মাদ্রাসার সাথে। যেখানে আপনারও দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করছেন। মনে রাখবেন আপনারাই একমাত্র ঐ এলেম শিখতেছেন যে এলেম আল্লাহর এলেম, যে এলেম আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এলেম। বাকি দুনিয়া যা শিখতেছে তা ইনসানের এলেম। তাদের সবার গবেষণা, তাদের জ্ঞান তাদের চিন্তা এপর্যন্তই সিমীত। তারা গবেষনাকরে পাথরের ভিতর কি আছে গরুর দেহে কি আছে, মাটির মধ্যে কি আছে জমিনের নিছে কি আছে, জমিনের উপরে কি আছে তারা মানুষের শীরের ঘঠন প্রানালী নিয়ে গবেষনা করে এবং শরীরের বৃদ্ধিও ও হ্রাশ হওয়া নিয়ে গবেষনা করে। দুনিয়াবী জ্ঞানে তাকেও জ্ঞানী মনে করা হয় যে মানুষের পায়খানা পেশাব সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং সে অনেক বড় সাইন বোর্ড লাগিয়ে নিজের জ্ঞানের প্রকাশ করে থাকে।

দুনিয়ার জ্ঞান অর্জনকারীরাতো মাটি, পাথর, গরু, পেশাব-পায়খানা নিয়ে গবেষণা করাকেও জ্ঞান বলে মনে করে। তাদের এরূপ মনে করার মাঝে আমাদের প্রমাণও আছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্ঞান অর্জনকারীরা, কোরআন ও হাদিসের নূর নিজ বক্ষে ধারণকারীরাও তাদের প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে তাদেরকে জ্ঞানী বলে মনে করে। তাদেরকে নিজের থেকে উন্নত ও সম্মানী বলে মনে করে। এবং এই কথা চিন্তাও করে না যে, তাদের জ্ঞান নিতান্তই সীমিত। তাদের এই জ্ঞান না তাদের কোন কাজে আসে, না আমাদের কোন কাজে আসবে। যে জ্ঞান তারা তাদের জীবনের বিশ-ত্রিশ বৎসর খরচ করে অর্জন করে, কিছু দিন পরে যখন তারা মাটির নিচে চলে যায় তখন তাদের এই জ্ঞান তাদের সাথে যায়না, কিন্তু আপনারা যে এলেমের উত্তরাধিকারী তা উভয় জাহানেই আপনাদের ইজ্জত ও সম্মানের গ্যারান্টি। আজকে দ্বীনী এলেম অর্জনকারীকে, দৃশ্যত অক্ষম ও দুর্বল বলে মনে হয় এবং দুনিয়ার জ্ঞান অর্জনকারীকে আমাদের থেকে উন্নত বলে মনে হয়। এ ব্যাপারে কোরআন ও

হাদিসের এলেমের দোষ নয়, বরং দোষ হল ঐ নিয়ম ও পদ্ধতির, যার মধ্যে বলা হয়েছে যে, যার উপর মেহনত করা হবে, অন্তরে তার বিশ্বাস পয়দা হবে এবং তার উপর জীবনের আমল এবং উন্নতি হবে। দুনিয়ার জ্ঞান অর্জনকারীরা যা তাদের ক্লাশে শিখে তা পরিস্কার সত্য বলে জ্ঞান করে। যা কিছু তারা সিলেবাসে পড়ে তা পুরোপুরি সঠিক ও সত্য বলে মনে করে যে রোগের যে বর্ণনা, তারা তাদের পাঠ্য সূচীতে যে রকম পড়ে সে রকমই মনে করে। যে রোগের যে ঔষধ তারা পাঠ্যসূচিতে পড়ে তারা মনে করে এ রোগের ঔষধ একমাত্র এটাই। এই দৃঢ়বিশ্বাসের পরে জ্ঞান অর্জন সমাপ্ত করে যখন তারা কর্ম জিবনে অবতীর্ণ হয়, তখন নিজ জ্ঞান অনুযয়ীই জীবনযাপন করে। তাদের মধ্যে আপনারা দেখবেন না যে কেউ ডাক্তারী পড়ে শাড়ী বা কাপড়ের দোকানদারী করে যে ইঞ্জিনিয়ার হয় সে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেই কাজ করে।

সুতরাং দুনিয়াবী নিয়মে কোন দ্বীনিজ্ঞান অর্জনকারীর মধ্যে কোন ক্রটি বিচ্যুতি দেখা দিলে তাহলে এই ক্রটি -বিচ্যুতি ঐ এলেমের নয়, বরং ঐ চিন্তা-চেতনার যা আমাদেরকে এই এলেমের মধ্যেই মুসলমানদের ইজ্জত আর সম্মানের সন্ধান দেয়, কিন্তু তার উপর আমরা বিশ্বাস করি না। যখন বিশ্বাসই করি না, তখন কর্মজীবন ঐ এলেম অনুযায়ী কিভাবে অতিবাহিত করব? একটু চিন্তা করুন যে, আমাদের আকাবেরদের মধ্যে যারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এলেমকে অন্তরের দ্বারা বুঝেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন, পুর্নঃরায় সে অনুযায়ী জীবনযাপন করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দুনিয়াতে সম্মানী বানিয়ে দেখিয়েছেন।

আমাদের কত বড় বড় আকাবের যারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন এবং যারা এখনো দুনিয়াতে জীবিত আছেন, আপনারা নিজ চোখে দেখ ছেননা না? দুনিয়ার মানুষ এ কথার উপর গর্ববোধ করে যে, অমুক বুজর্গ আমার ঘরে কদম রেখেছেন, অমুক বুজর্গ আমার ঘরে তাশরীফ এনেছেন। মানুষ তাদের সম্মানে পিছনে সরে দাঁড়ায়। এটা একমাত্র এলেমের সম্পর্কের কারণেই। আর যদি আমরা যা কিছু শিখতেছি তা বিশ্বাস করতাম, আমরা যদি কুরআনের ঐ হুকুমকে বিশ্বাস করতাম যে,

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا –

যে আল্লাহকে ভয় করে তাক্বওয়া অবলম্বন করবে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক সংকীর্ণতার মধ্যে তার জন্য রাস্তা বের করে দিবেন। তার জন্য সুখ স্বাচ্ছন্দের দরজা খুলে দিবেন। তাকে উচ্চ মর্যাদাসম্পর্ণ্য রিজিক নছীব করবেন। যদি আমাদের একথার উপর বিশ্বাস থাকতো, হুযুরের হুকুমের উপর যে

أُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَ رِزْقِىْ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِىْ -

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সুখ শান্তি জিহাদের ময়দান থেকে অর্জিত গনিমতের মালের মধ্যে রেখেছেন।তাদের সুখ শান্তির সব ব্যবস্থা, এর মধ্যেই হবে। পুনরায় মুসলমান ব্যবসা বাণিজ্যের পিছনে দৌড়াতোনা। এই এলমে দ্বীন অর্জনকারী এলেম অর্জনের শেষ বৎসর চাকরীর জন্য চিন্তা করত না। এদিকে দৃষ্টিও দিত না যে, ফারেগ হওয়ার পরে আমি কোথায় যাব, আমার রুজি কোথথেকে মিলবে, আমি কোথায় চাকরী তালাশ করব, কোন মসজিদটা নতুন নির্মাণ হয়েছে। যদি এর মধ্যে ্বিশ্বাস হত যে, আমার স্বীনায় আল্লাহ তায়ালার পবিত্র এলেম রয়েছে এবং এই এলেমই আমাকে বলেছে যে, যে ব্যক্তি এই এলেম অনুযায়ী আমল করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়াতে ইজ্জত ও সম্মান দিবেন। যে এলেম অনুযায়ী আমল করবে আল্লাহ তার জন্য উত্তম রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। যে নিজ এলেম অনুযায়ী আমল করেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে মর্যাদাবান করেন ও তাকে বাদশাহী দান করেন। কোরআন ও হাদিস এই ব্যাপারে স্পষ্ট বয়ান করেছে।

اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُوْنَ -

এই যমীনের মালিক আল্লাহ এবং এই জমিনের মালিকানা আল্লাহ তার নেক বান্দাদের দান করেন। যে ব্যক্তি কোরআন মাজিদে একথা পড়েছে যে, এই জমিনের হাকিম এবং বাদশাহীর উপযুক্ত একমাত্র দ্বীনি এলেম অর্জনকারী আল্লাহ্‌র নেক বান্দারাই। তাহলে তাদের অন্য কোন দিকে দেখার প্রয়োজন নেই। বাদশাহর ছেলে চাকরী তালাশ করে না, শাহজাদা দোকানদারী করে না, শাহাজাদা নিজ ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত হয় না। ঠিক তদ্রুপ তোমরাও আল্লাহর এই জমিনে শাহজাদা এবং তার দ্বীনের ও তাঁর এলেমের সংরক্ষণকারী। এই সব কিছু আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পায়ের ধুলো হিসেবে সৃষ্টি করেছেন । এই এলেমকে নিজ বক্ষে ধারণ করে তুমি যদি ঠিক হয়ে যাও এবং তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, ঐ রাস্তাকে অবলম্বন কর যে রাস্তার ফলাফল আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান মর্যাদা, ও ইজ্জত সম্মান আখ্যা দিয়েছেন, এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ আর শান্তির গ্যারান্টি দিয়েছেন। তাহলে কোন কারণ নেই যে, আমাদের রাস্তায় কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

এই জন্য আমাদের এ ছোটখাখাট চাকরী বাকরীর দিকে, দুনিয়াদারের সম্পদের দিকে, দুনিয়াদারদের ইজ্জত ও সম্মানের দিকে দেখার কোন প্রয়োজন নেই। আজ এই ধরনের অসংখ্য নজির আমাদের জীবনে দেখিয়ে দিয়েছেন। এবং এই এলেমের উপরে যদি আমল করা হয়, আর এই আমলের সবচেয়ে বড়

অংশ হল জিহাদের ময়দানে বের হওয়া। যার দ্বারা মুসলমানদের দুনিয়াতে ইজ্জত ও সম্মান মিলবে এবং আখেরাতে ও বাদশাহী মিলবে। আমরা তালেবানের রূপে দ্বীনি তোলাবাদের (ছাত্রদের) ইজ্জত দুনিয়াতে বৃদ্ধি পেতে দেখেছি। আমরা মাওঃ মাসঊদ আযহার সাহেব (দাঃ বাঃ) এর রূপে দ্বীনি এলেমের উত্তরসূরীদের সম্মান সমস্ত দুনিয়ায় বৃদ্ধি পেতে দেখেছি। আর কোন উপমা, কোন নজির দেখার প্রয়োজন নেই। হয়তো আমরা মনে করতে পারি, এইগুলোতো অনেক পুরাতন কাহিনী এবং তারা অনেক মহান ব্যক্তি ছিলেন এবং এগুলো কিতাবের কথা বার্তা। তাহলে আমি বলব, আজ আমাদের জীবনে আমাদের এক সাথে পড়ুয়া সাথী একসাথে চলাফেরার সাথীদের ইজ্জতও সম্মান বৃদ্ধি করে আমাদের নিজ চোখে আল্লাহ তায়ালা নজির দেখিয়ে দিয়েছেন।

তার পরে আমাদেরও উচিত যে, আমরা ঐ রাস্তায় চলে যদি আল্লাহর হুকুমকে পুরো করি, যেমনভাবে নামাজ পড়ি, রোযারাখি, কোরআন তেলাওয়াত করি, তেমনি আজকে যদি জিহাদের ফরিযাকে আদায় করি, আল্লাহর দ্বীনের বুলন্দীর (বিজয়ের) জন্য আমরা অগ্রসর হই তাহলে আল্লাহ তায়ালা এখানেও সম্মানিত করবেন, ঐখানেও (আখেরাতে) সম্মানীত করবেন। এটা আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা ও অঙ্গীকার। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) খুব জোর গলায় একথা বলতেন যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাথে ওয়াদা করেছেন।

اَلْجَنَّةُ لِمَنْ قُتِلَ وَالظَّفَرُ لِمَنْ بَقِىَ -

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার দ্বীনের বুলন্দীর (বিজয়ের) জন্য ময়দানে বের হয়ে জীবিত থাকবে তাকে আমি দুনিয়ার বাদশাহ বানাব। আর যে ব্যক্তি আমার রাস্তায় মৃত্যুবরণ করবে তাকে জান্নাতের বাদশাহ বানাব। আল্লাহ তায়ালা উভয় জাহানেই আমাদের জন্য সুখ-শান্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। তারপরে চিন্তার কি আছে এই এলেম নিজ বক্ষে ধারণ করে এবং তার বিশ্বাস ধীরস্থির ভাবে অন্তরে স্থাপন করে তার উপর আমল করে সামনে বাড়ুন। তাহলে দেখবেন দুনিয়ার সমস্ত পদ মর্যাদা আপনাদের অপেক্ষায় অপেক্ষমান।

মাদ্‌রাসা ছাত্রদের উদ্দেশ্যে

মাওলানা মাসউদ আযহার (দাঃ বাঃ)-এর

মূল্যবান বয়ান

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা তোমরা আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ। তোমরা নিজেদের মর্যাদার পরিধি নাও জানতে পার, কিন্তু ফেরেশতাগণ তোমাদের মর্যাদা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। আর তাইতো তারা তোমাদের পায়ের নিচে স্বীয় ডানাগুলো বিছিয়ে দেয়। তোমরা আসমানী সংবিধানের রক্ষক, কুল মাখলুকাতের শ্রেষ্ঠ মানবের জ্ঞানের উত্তরাধিকারী। তোমরা এই পার্থিব দুনিয়ায় পার্লামেন্ট সদস্যদের মত। কোন সরকারী সৈন্য ও অফিসারদের মত মানব রচিত সংবিদানের বেতনধারী সংরক্ষক নও, বরং তোমরা তো সেই ঐশী সংবিধানের সংরক্ষক যা সমগ্র জগতের রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের আকৃতিতে অবতীর্ণ করেছেন।

কাজেই প্রিয় ভাইয়েরা, তোমরা স্বীয় মর্যাদাকে অনুধাবন করার চেষ্টা কর, তোমাদের চাটাইয়ের বিছানা ও আসন আল্লাহর নিকট এই পৃথিবীর রাজা-বাদশাহদের স্বর্ণখচিত সিংহাসনের চেয়েও অনেক অনেক উত্তম। তাই এই অস্থায়ী দুনিয়ার মোহে পড়ে স্বীয় সাধাসিধে জীবনযাপনের পথকে পরিহার করা উচিত নয়। তোমাদের সুন্নাতের অনুসরণ এবং সাধারণ চালচলন আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। অতএব বর্তমান দুনিয়ার চাকচিক্যে আর নতুন নতুন ফ্যাশনের পিছনে পড়ে নিজেদের রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটানো তোমাদের জন্য কিছুতেই শোভা পায় না।

তোমরা নিজেদের চিন্তা-চেতনাকে আকাশ সম উঁচু আর কৃতকর্মকে ফেরেশতাদের চেয়েও উর্ধ্বে মনে করবে। কারণ তোমরাই হচ্ছ সকল গ্রন্থের সেরা মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের আমানতদার। জেনে রেখ, আল্লাহর নিকট তোমাদের এত মর্যাদার কারণ একটিই; তা হল তোমরা তাঁর এলেমের তালেব (জ্ঞান আহরণকারী)। কাজেই এলেমকেই তোমাদের গায়ের চাদর এবং বিছানা বানানো উচিত। কালের বিবর্তনে দিন দিন নিভে যাচ্ছে এলেমের নূর। বিদায় নেওয়া আকাবিরদের শূন্য স্থানগুলো যেন করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তোমাদের দিকে। সম্প্রতি মুরব্বীদের বিদায়ের অবস্থাদৃষ্ঠে হৃদয় কেঁপে ওঠে। তাই তালেবে এলেম ভাইয়েরা! আল্লাহর দোহাই, তোমরা প্রকৃত তালেব হও, জ্ঞানে গভীরতা এবং মজবুতী অর্জন কর। রাত্রিকে অধ্যয়নে কাটিয়ে দাও। আর **'যে চেষ্টা করে সে পায়'** এই বাক্যটির রহস্য উৎঘাটন কর। যতক্ষণ পর্যন্ত সিলেবাস অন্তর্ভূক্ত প্রত্যেকটি কিতাবের প্রতিটি লাইন বুঝে না আসবে ততক্ষণ উক্ত কিতাবের সনদ গ্রহণ হারাম মনে কর।

স্মরণ রেখ! তোমাদের মেহনত ও পরিশ্রমই মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করতে পারে! আবার তোমাদের গাফলত এবং অলসতাই সমগ্র জাতির উপর ফিৎনা, ফাসাদ এবং অজ্ঞতার কালো চাদরের আবরণ দিতে পারে। অতএব কখনো সময় নষ্ট করবে না। আর জেনে রেখ, মানুষের সম্মান তার সময়ের মূল্যতেই বুঝা যায়। নিজের মধ্যে আসহাবে ছুফফার ন্যায় জযবা সৃষ্টি কর। অনাড়ম্বর জীবন যাপন আর সুন্নতের অনুসরণকেই নিজেদের সৌন্দর্য্য মনে কর। নিজেদের স্মৃতিশক্তির হেফাজতকে দায়িত্ব মনে কর, কেননা তোমাদের যেহেন ও স্মৃতিশক্তি হচ্ছে পবিত্র এলমের স্থান। আর এজন্য এর মূল্যও সীমাহীন। যেমন কোন কাগজে কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধ হলে তার মূল্য বেড়ে যায়। তার হেফাজত করা প্রত্যেকের দায়িত্ব হয়ে পড়ে। ঠিক অনুরূপ যে জেহেনে কোরআনের এলেম সঞ্চিত হয় তার হেফাজত করাও ঠিক তেমনি কর্তব্য হয়ে পড়ে। কাজেই এই যেহেনের হেফাজতের জন্য তোমাদের বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা দরকার। **যেমন-প্রতিদিন ব্যয়াম করা, কমপক্ষে আধা মন্টা পায়ে হাঁট, ছবি, ফটো ইত্যাদি দেখা তেকে বিরত থাকা, গান-বাদ্য বাজানা শোনা থেকে পরজেহ করা, রাত্রে ঘুমানোর পূর্বে চারটি বাদাম, চারটি কালো মরিচ, চারটি কিসমিস এবং চার মাশা পরিমাণ মিসরি মিলিয়ে খাওয়া। ফজরের পর সূর্য উঠার পূর্বে ঘুম না যাওয়া, চব্বিশ ঘন্টায় আট ঘন্টার অধিক না ঘুমানো।** স্মরণ রাখা উচিৎ, আমাদের বুযুর্গানে কেরামগণ নিজেদের শারীরিক সুস্থাতার প্রতি খুব দৃষ্টিবান ছিলেন নিজেদের শরীরকে কঠিন সময়ে সহ্য করার উপযোগী করে গড়ে তুলতেন। আজ বিধর্মীরা তাদের সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত শারীরিক ব্যয়ামের ব্যবস্থা রেখেছে। এমনকি তাদের সত্তর বছর বয়স্ক ধর্মীয় গুরুরা র্পন্ত প্রতিদিন বুকডন, হাই জাম্প লংজাম্প দিয়ে থাকে। অথচ শরীর চর্চার এই শিক্ষা ইসলামই সর্বপ্রথম দিয়েছে। স্বয়ং হুজুর (সাঃ) থেকেই দৌড়ানো, তীর নিক্ষেপ, ঘোড়া দৌড়ানো, কুস্তিগীরি ইত্যাদির সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এছাড়া হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) থেকেও তার লাফ দিয়ে ঘোড়াতে ওঠার কথা প্রমানিত আছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আজ আমাদের সকল মাদ্রাসাগুলোতে কি এক অলসতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যা বলার মত নয়।

ছাত্র ভাইয়েরা!

আল্লাহর ওয়াস্তে এই নিকৃষ্ট পরিবেশকে দূর কর। নিজ নিজ শরীরকে মজবুত এবং পাতলা বানানোর চেষ্টা কর। আর নিজে যদি কোন মাদ্রাসার দায়িত্বশীল হও তবে এই শরীরচর্চাকে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য অবধারিত করে দিবে। কেননা পরিচালকের পক্ষ থেকে এর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া না হলে কিছুতেই এর পরিবেশ সৃষ্টি হবে না। যেমন আজকাল শরীর চর্চা, ব্যায়াম কেবল ঐসব

ছাত্ররাই করে যারা পড়ালেখার প্রতি যত্নবান নয়। আর যারা পড়ালেখার প্রতি যত্নশীল তারা চাদর পেঁচিয়ে বসে থাকে। এতে অধিকাংশ ছেলেদের শরীর সামান্য কষ্ট সহ্যেও অপারগ হয়। ফলে তাদের বিভিন্ন রোগ ব্যধি দেখা দেয়। আর তারা একথাও একদম ভুলে বসে যে **আমাদের আকাবিরগণ এ সকল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন মুসলিম উম্মাহকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও আত্মানিয়োগ করার জন্য**। অতঃপর ঐ সমস্ত অলসেরা পরবর্তিতে কোরআনের জিহাদ সংক্রান্ত আয়াতগুলোর বিভিন্ন তা'বীল করার চেষ্টা করতে থাকে।

শারীরিক সুস্থাতার জন্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য্য। ইসলামে পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেসভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ছাত্রদের এ ব্যাপারে পূর্ণ সজাগ থাকা একান্ত জরুরী। দাঁত, কান, চোখের হেফাজতের জন্য নিয়মিত মিসওয়াক, সুরমা ইত্যাদির ব্যবহার করা উচিত। মাথায় নিয়মিত তৈল ব্যবহার করবে, শ্যাম্পু ব্যবহার পরিত্যাগ করবে। কেননা শ্যাম্পু দেমাগের জন্য ক্ষতিকারক বৈ উপকারী নয়। এছাড়া নিয়মিত গোসল করা এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করার প্রতি গুরুত্ব দিবে।

সাথে সাথে প্রত্যেকটি ছাত্রের ইহাও কর্তব্য যে তারা পড়ালেখার পাশাপাশি সর্বক্ষণ দ্বীনের দুর্দশা এবং মুসলিম উম্মাহর করুণ অবস্থার প্রতি চিন্তাশীল হবে। কেননা এই ফিকির এবং চিন্তাই তাদের প্রতিভাকে ফুটিয়ে তুলবে। ক্ষুরদার করে তুলবে তাদের লেখনী এবং বক্তৃতাকে। আর এজন্য প্রত্যেক ছাত্রের উচিৎ বর্তমান মুসলিম উম্মাহর অবস্থা নিয়ে বেশি বেশি ফিকির করা, আর বিশেষভাবে লক্ষ রাখা যে, কিভাবে পৃথিবীর বুক থেকে ইসলাম উঠে যাচ্ছে, কিভাবে মুসলিম জাতির বিরুদ্দে ষড়যন্ত্রের নীলনকশা প্রণীত হচ্ছে। দ্বীনের এই দুর্দিনে যদি আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম বেঁচে থাকতেন অথবা এই নাজুক মুহূর্তে যদি নবীজী পৃথিবীতে আগমন করতেন, তবে তাঁর অবস্থা কি হত? তিনি কি পরিমাণ মেহনত করতেন?

প্রিয় ভাইয়েরা! তোমাদের হৃদয় সর্বদা উম্মতের ফিকিরে কম্পমান, আর তোমাদের চক্ষু আল্লাহ্র ভয়ে সর্বদা ক্রন্দনশীল হওয়া উচিৎ। জেনে রেখ, আমাদের আকাবিরগণ এলেমের সাগর ছিলেন, আর তাদের হৃদয় ছিল এলেমের নুরে ভরপুর। তাদের জীবনাদর্শই তোমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। তাদের পথই তোমাদের পথ হওয়া উচিত। তাই আকারিরগন যে সকল মাসআলার সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন সেগুলোকে পুনরায় নতুনভাবে তাহকীক করার নামে অযথা সময় অপচয় করা উচিত হবে না। বরং সেই সময়টুকু পৃথিবীতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার পেছনে ব্যয় কর। আর নতুন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা কর। স্মরণ রেখ, আকাবিরদের

পথ থেকে বিমুখ হলে আমরা সঠিক পথ থেকে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হবো। ধ্বংস করব নিজের মূল্যবান জীবনকে।

প্রিয় ছাত্র ভাইয়ের! আগেকার মাদ্রাসাগুলোতে ছাত্রদের সীমাহীন কষ্ট ভোগ করতে হত কিন্তু আলহামদুল্লিাহ! এখন ভাল ভাল খানা সহ যাবতীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে। আর এজন্য নফছ তার চাহিদা মেটানোর সুযোগ পাচ্ছে। জেন রেখ, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই আত্মশুদ্ধি ফরয। কাজেই তোমরাও এ ব্যাপারে গাফেল না হয়ে কোন হক্কানী বুযুর্গের বাতানো আমল পালন করতে থাকবে। কারণ এর বদৌলতে তোমাদের এলেম ও আমলে বরকত হবে এবং দুনিয়ার মোহ সহ যাবতীয় কিৎনা থেকেও বাঁচতে পারবে।

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! জেনে রেখ, দুনিয়া পূজারী আলেম শয়তানের বন্ধু। আর কাপুরুসও ভীতু আলেম জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। অহংকারী আলেম তিক্ত বৃক্ষের ন্যায়। রিয়াকার (লোক দেখানো) আলেম মুনাফিকীর এলেমের বোঝা বহনকারী তাই নিজেদেরকে আকাবিরদের দেখানো পথে চালিয়ে ভীত, অহংকার এবং রিয়াকে কখনো প্রশ্রয় দিবে না। বরং উত্তম চরিত্র, ভাল গুণ এবং উত্তম আমলের মাধ্যমে নিজেকে এলেম আর জিহাদের ময়দানে জাতির নেতৃত্বদানের যোগ্য করে গড়ে তুলবে।

ছাত্র ভাইয়েরা! মনে রাখবে তোমরা কোন নির্দিষ্ট দেশ, নিদিষ্ট জাতি বা নির্দিষ্ট এলাকার কর্ণধার নও। বরং তোমরা সেই মহান নবীর এলেমের উত্তরাধিকারী যিনি দেশ, জাতি ও কওমের ভেদাভেদকে ছিন্ন করে সমস্ত মুসলমানকে একটি শরীর হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তাই তোমাদেরও উচিত দেশ, জাতি, এলাকা, ভাষা ইত্যাদির পার্থক্যকে ছিন্ন করে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সর্বক্ষণ চেষ্টা করা। স্মরণ রেখ; তোমরাই আগামী দিনের ভবিষ্যত। তোমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে সমগ্র মুসলিম জাতী, তোমাদের কাঁধেই বর্তাবে জাতির দায়িত্বভার। কাজেই নিজেকে এ মহান দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য রাতদিন নিয়োজিত থাক। তোমাদের কাছে আমার সর্বশেষ কথা। এই আলোচনাতে আমি মাদ্রাসাগুলোর তিনটি রোগের কথা বর্ণনা করছি। বর্তমানে এই রোগগুলো অধিকাংশ মাদ্রাসাগুলোতেই ছড়িয়ে পড়েছে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে মাদ্রাসাগুলোতে (শুরা) কমিটি না থাকার দরুণ অথবা থাকলেও তা কার্যকরী না হওয়ার কারণে সাহেবজাদারাই ক্ষমতা দখল করে বসে। হ্যাঁ। যদি সেই সাহেবজাদার মাদ্রাসা চালানোর মত যোগ্যতা থাকত তবে কোন দুঃখের বিষয় নয়, বরং তা খুশীর কথা। কিন্তু বর্তমানে দেখা যায়, অনেক মাদ্রসায় মূর্খও আযোগ্য সাহেবজাদারা মাদ্রাসাকে পৈত্রিক সম্পত্তি ভেবে তা দখল করে নেয়। শুধু তাই নয়, রবং অনেক মাদ্রাসায় দেখা যায় পিতার বর্তমানেই তার ছেলেকে ছোট্ট মুহতামিম বিশেষণে ভূষিত করা

হয়। অথচ জানা নেই যে, সে পরবর্তীতে পিতার খলীফা হবে, না পিতার নাম বিক্রিকারী হবে? **ছাত্র ভায়েরা!** তোমরা যখন কর্মজীবনে পদার্পণ করবে খবরদার এসকল ব্যধি থেকে অবশ্যই পরহেজ করবে এবং এগুলো উৎখাতের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে দুটো কথা ঃ

পাঠকবৃন্দ! আপনারা উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে অবশ্যই মাদ্রাসার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এছাড়া নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকেও বুঝতে পারেন যে, বর্তমান মুসলিম উম্মাহর জন্য এ সকল মাদ্রাসার কত যে প্রয়োজন। কাজেই আপনারাও নিজ নিজ দায়িত্ব অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামকে রক্ষার নিমিত্তে এসকল মাদ্রসায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করুন। নিজেদের সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা দিয়ে আখেরাতে কামিয়াব হোন । **জেনে রাখুন! এ সকল মাদ্রাসা হচ্ছে নিঃসন্দেহে দ্বীন রক্ষার এক একটি মজবুত দুর্গ।** অবশ্যই তারা ভাগ্যবান যাদেরকে আল্লাহ এই দূর্গ বাননোর জন্য তাওফিক দিলেন।

জিহাদ সম্পর্কে মানুষের প্রশ্ন, কুরআনের জবাব

আপনি যদি জিহাদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনকে প্রশ্ন করেন, তবে দেখবেন, খন্ডিত-সমগ্র ছোট-বড় যে কোন প্রশ্নের জবাব আপনি পাচ্ছেন।

কুরআন মজীদকে প্রশ্ন করুন, বল জিহাদের হুকুম কি?

এর জবাবে সে স্পষ্ট বলবে- كُتِبَ عَلَيْكَ الْقِتَالُ

'তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হয়েছে' (সূরা ঃ বাকারা- আয়াত ২১৬)।

যদি তাকে প্রশ্ন করা হয়, বল, আমরা জিহাদ করলে কি মর্যাদা পাব আল্লাহর কাছে?

সে বলবে- إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا

'আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে।' (সূরা ঃ আস-সফ- আয়াত ৪)

বল, হে কুরআন! কতদিন আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে?

পবিত্র কুরআন বলবে- وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ

'তোমরা যুদ্ধ কর যতক্ষণ না পৃথিবী থেকে ফেতনা-ফাসাদ সাকুল্যে নির্মূল হয়।" (সূরা ঃ আনফালঃ আয়াত - ৩৯)

বল, এতে আমাদের কি উপকার হবে?

সে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলবে, এতে ছয়টি উপকারিতা রয়েছে ঃ

এক. وَقَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِأَيْدِيكُمْ

'যুদ্ধ কর ওদের সাথে আল্লাহ তোমাদের হাতে ওদের (ইসলাম বিরোধীদের) শাস্তি দেবেন।'

দুই. وَيُخْزِهِمْ

'আল্লাহ ইসলাম বিরোধী কাফিরদের লাঞ্ছিত করবেন।'

তাদের কোন সভ্যতা-সংস্কৃতি অবশিষ্ট থাকবে না, থাকবে না তাদের কোন মাতব্বরী ও দাপট। তারা জীবন যাপন করবে চরম অবমাননাকর।

তিন. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ

'তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন।'

আল্লাহর নির্দেশে তোমাদের বিজয় বরণে সাহায্য করবে আকাশ বাতাস, পশুপাখী ও ফেরেশতাসহ পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু।

চার. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

'মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।'

তোমাদের হৃদয় শান্ত হবে। আজ যে মা-বোনেরা আরকান ও কাশ্মিরে কাঁদছে, যাদের ইজ্জত বুডিড্স্ট ও ব্রাক্ষ্রণ্যবাদী হায়েনারা লুটছে, যারা স্বাধীনতা হারিয়ে পরদেশে রিফিউজী ক্যাম্পে মানবেতর জীবনযাপন করছে, তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে আপন আলয়ে ফিরে যাবে, নিজেদের হাতে ক্ষমতা আসবে। সকল প্রকার জুলুম অপসারিত হয়ে নিরাপত্তা ও শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হবে-যদি তারা জালিমের মোকাবেলায় সাহসে বুক বেঁধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এছাড়া আযাদী ছিনিয়ে আনা এবং সম্মান ও ইজ্জত সুরক্ষার কোন বিকল্প পথ নেই।

পাঁচ, وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ

'এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন।'

তোমাদের বুকে জমায়িত সকল রাগ ও ক্ষোভ কাফেরের উপর পতিত হবে। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ভুলে যাবে। বিজয়ী মুসলিম শক্তি একে অপরকে ভাইরূপে বরণ করে নেবে। সৃষ্টি হবে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের পরম পরাকাষ্ঠা।

ছয়. وَيَتُوبَ اللّٰهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَآءُ

'এবং আল্লাহ তোমাদের সকলকে ক্ষমা করে দেবেন।'

(সূরা ঃ তওবা ঃ আয়াত - ১৪)

বল, হে কুরআন! যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে অন্যদের তুলনায় আমাদের কী পরিমাণ মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে?

কুরআন বলছে ঃ

فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا

'যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহিদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন। উম্মতের অন্যান্য সদস্যের তুলনায় তাদের মর্যাদা বহুগুণে বেশী।'

অনেক বেশী মর্যাদার কথা শুনলাম, কিন্তু তা পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা আছে কি?

তাদের যুদ্ধে অবতরণের স্বীকৃতি স্বরূপ এবং পুরস্কারের গ্যারান্টি দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা শপথ করে বলেছেন ঃ

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُوْرِيَاتِ قَدْحًا

'শপথ উর্ধ্বশ্বাসে চলমান অশ্বসমূহের। অতপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিবিচ্ছুরিত অশ্বসমূহের।'

এরপর আর পুরস্কার প্রাপ্তিতে সন্দেহের অবকাশ থাকে কি?

হে কুরআন! এবার বল, ইসলাম বিরোধী কাফিরদের সাথে আমরা লড়ব, তবে এর কোন্ অংশের উপর প্রথম আঘাত হানব?

সে বলছে ঃ وَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ

তোমরা জিহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে।' (সূরা ঃ আন-নিসাঃ আয়াত-৭৬)

এবং فَقَاتِلُوْا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ

'কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।'

অর্থাৎ প্রথমে তাগুদের এজেন্টদের সাথে এবং কাফির নেতাদের সাথে যুদ্ধ কর।

হে কুরআন বল, রণাঙ্গনে আমরা কিভাবে যুদ্ধ লড়ব?

পবিত্র কুরআন বলছে ঃ اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا

'তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক।'

কিভাবে আমরা দৃঢ়পদ থাকব? সম্মুখ দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা-বারুদ আসছে, উপর থেকে বোমা নিক্ষেপিত হচ্ছে, পায়ের তলা থেকে মাইন বিস্ফোরিত হচ্ছে, তখন?

পবিত্র কুরআন বলছে ঃ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ

'তখন আল্লাহকে স্মরণ কর।'

তিনিই বোমা, বিমান ও মাইনকে অকেজো করে দেবেন।

হে কুরআন! রণাঙ্গনে যদি আমরা নিহত হই, তবে কি আমরা মরে যাব, লোক আমাদেরকে কি মৃত বলবে?

না, তোমাদেরকে মৃত বলতে বারণ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলছেন ঃ وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ

'যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদের তোমরা মৃত বল না।'

(সূরা ঃ বাকারা ঃ আয়াত - ১৫৪)

উপরন্তু এদেরকে মৃত ধারণা করতেও নিষেধ করে বলা হয়েছে ঃ

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا

'আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখন মৃত মনে কর না।'

কুরআনকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আমরা জিহাদে নিহত হলে কি আমাদের আমলনামা বন্ধ হয়ে যাবে?

না- وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

'যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্মবিনষ্ট করবেন না।'

কবরবাসী হয়েও তারা শাহাদাতের বরকতে সওয়াব পেতে থাকে।

যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আমরা জিহাদ না করলে কি জিহাদ বন্ধ হয়ে যাবে?

কখনই নয়। তবে اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

'যদি জিহাদে বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মদন্তু আযাব দেবেন।' (উপরন্তু) এবং وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ

অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন।'

(সূরা ঃ তাওবা- আয়াত ৩৯)

এই অপর জাতির বৈশিষ্ট্য কি হবে?

তাদের বৈশিষ্ট হবে ঃ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

'তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে।' (সূরা ঃ মায়েদা আয়াত - ৫৪)

বল, হে কুরআন! পূর্ববর্তী নবীগণও কি জিহাদ করেছেন?

হ্যাঁ- وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ

'দাউদ জালুতকে (রণাঙ্গনে) হত্যা করেছিল।'

নবীগণের জিহাদ করার কথা শুনলাম, **এবার বল, পূর্ববর্তী নবীগণের অলী-অনুসারীগণের উপরও কি জিহাদ ফরয ছিল?**

অবশ্যই - وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ

'আর বহু নবী ছিলেন, যাদের সঙ্গী-সাথীরা তাদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে।' (আলে ইমরান ঃ আয়াত - ১৪৬)

কুরআনের কথা অবশ্যই সত্য। তবে সমস্যা হল, আমরা জিহাদে যেতে চাচ্ছি কিন্তু আব্বা জিহাদে যেতে বারণ করেন, আম্মা বাধা দেন, স্ত্রী না যেতে অনুরোধ করে, উপরন্তু তখন ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি ও ক্ষেত-খামারের কথা মনে পড়ে-এসব ফেলে রেখে কিভাবে জিহাদে যাব?

হুবুহু এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন -

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ (سورة التوبة - ٢٤)

'তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা-মাতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই-বোন, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা- যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যাকে তোমরা পছন্দ কর। তা যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব আসা পর্যন্ত।' (সূরা তওবা আয়াত ঃ ৬৪)

এভাবে জিহাদ সম্বন্ধে কুরআনকে যে কোন প্রশ্ন করা হলে নিঃসন্দেহে তার স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যাবে।

পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণ সূরা আনফাল জিহাদ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। সূরা তাওবা নাযিল হয়েছে জিহাদ উপলক্ষ্যে। সূরা মুহাম্মদেও আলোচিত হয়েছে জিহাদ সম্পর্কিত বিষয়। সূরা ফাতাহ্ ও নসর নাযিল হয়েছে জিহাদ উপলক্ষ্যে। সূরা হজ্জ ও মুমতাহিনায়ও জিহাদের বিধানাবলী সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। সূরা হাদীদ-এ লোহা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কেন লোহা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া মদীনায় অবতীর্ণ প্রতিটি সূরায় জিহাদ সম্পর্কে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। কুরআনের প্রতিটি পারায় আপনি পাবেন জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা। এর দ্বারা অনুমান করা যায়, জিহাদ ইসলামের কত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

যে কুরআন পড়েছে, বুঝেছে, সে কখনও জিহাদ ত্যাগ করতে পারে না, জিহাদ সম্পর্কে নিরুৎসাহিত হতে পারে না। তবে যে কুরআন ত্যাগ করেছে এবং কুরআনের দাবী প্রত্যাখ্যান করে দুর্ভাগ্যের তিলক কপালে এঁটেছে, সে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কি বুঝবে?

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুজাহিদ শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ)-এর ঈমানদীপ্ত ঐ কবিতা, যা তিনি তুছূছ রাণাঙ্গন থেকে পবিত্র মক্কা মদীনার আবেদদের উদ্দেশে হযরত ফুজাইল ইবনে ইয়াজ (রহঃ)-এর নামে প্রেরণ করেছিলেনঃ

يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ اَبْصَرْتَنَا
لَعَلِمْتَ اَنَّكَ فِى الْعِبَادَةِ تَلْعَبُ

হে সাধক! ধ্যানে মগ্ন পবিত্র মক্কা মদীনায়

মোদের দেখলে বলতে, তুমি আছ খেলনায়।

مَنْ كَانَ يَخْضَبُ خَدَّهُ بِدُمُوْعِهِ
فَنُحُوْرُنَا بِدِمَائِنَا تَتَخَضَّبُ

যদিও বুক ভাসিয়েছ নয়নের অশ্রু দিয়ে

জানিবে আমরা রাঙ্গিয়েছি গ্রীবা বুকের রক্ত মেখে।

اَوْ كَانَ يَتْعَبُ خَيْلُهُ فِى بَاطِلٍ
فَخُيُوْلُنَا يَوْمَ الصَّبِيْحَةِ تَتْعَبُ

যুদ্ধের মাঠে উষাকালে ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়ে

ক্লান্ত যদি ঘোড়াটি তোমার প্রবৃত্তির সাথে লড়ে।

رِيْحُ الْعَبِيْرِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيْرُنَا
رَهْجُ السَّنَابِكِ وَالْغُبَارُ الْاَطْيَبُ

মৃঘনাভির সুঘ্রাণ যদিও প্রিয় তোমাদের
যোদ্ধা ঘোটকের ক্ষুড়ের বালু প্রিয় আমাদের।

وَلَقَدْ اَتَانَا مِنْ مَقَالِ نَبِيِّنَا
قَوْلٌ صَحِيْحٌ صَادِقٌ لَا يُكَذَّبُ

প্রিয়নবীর অমীয় বাণী বেজেছে মোদের কানে
সত্য যাহা সঠিক যাহা কে আছে মিথ্যা কহে?

لَا يَسْتَوِىْ غُبَارُ خَيْلِ اللّٰهِ فِىْ
اَنْفِ اِمْرِئٍ وَدُخَانُ نَارٍ تَلْهَبُ،

জাহান্নামের ধোয়া সেথায় লাগিবে কেমন করে?
জিহাদের ধুলোবালি যার লেগেছে নাসিকা তরে।

هٰذَا كِتَابُ اللّٰهِ يَنْطِقُ بَيْنَنَا
لَيْسَ الشَّهِيْدُ بِمَيِّتٍ لَايُكَذَّبُ

আল-কোরআনে ঘোষিত হয়েছে বিশ্ব মানবের তরে
শহীদ মরে না কভু কে আছে মিথ্যা কহে?

হেরেম শরীফের বিশিষ্ট বুযুর্গ শায়খ ফুজাইল ইবনে ইয়াজ (রহঃ) কবিতাগুলি পাঠ করে কেঁদে ফেললেন আর বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক সত্যই বলেছেন।

সমাপ্ত

প্রকাশক
এ.এইচ.মাসউদ
পয়গামে শুহাদা প্রকাশনী,
বাংলাদেশ

প্রকাশকাল
১লা মার্চ ২০০৩ ইং

মূল্য
পঞ্চাশ টাকা মাত্র

অক্ষর বিন্যাস
আল-আমীন কম্পিউটার্স
৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট
৪র্থ তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রিন্টিং
মুহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস.
লালবাগ-ঢাকা

পরিবেশক
আল-কাউসার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট (আন্ডার গ্রাউন্ড)
৫০ বাংলাবাজার-ঢাকা
মোবাইল ঃ ০১৭১৩৯১৬৯৭

আল-কাউসার লাইব্রেরী
মুসলিম বাজার, পল্লবী. ঢাকা

প্রাপ্তিস্থান
নিউ রাহমানীয়া লাইব্রেরী
৭৩ নং সাত মসজিদ সুপার মার্কেট
মোহাম্মদপুর-ঢাকা ১২০৭
মোবাইল ঃ ০১৭১-৬৬৭৪৮৯

নকীব বুক হাউস
২৮/এ-১ টয়েনবী সার্কুলার রোড
মতিঝিল-ঢাকা
মোবাইল ঃ ০১৭১-৭৮৭০৮২

ইসলামীয়া লাইব্রেরী
দারুল উলুম মাদরাসা গেইট
বরুড়া পূর্ব বাজার, বরুড়া-কুমিল্লা

এছাড়াও বাংলাবাজার, চকবাজার, বাইতুল মোকাররমসহ দেশের সকল সম্ভ্রান্ত লাইব্রেরী সমূহে খোজ করুন।

যে জাতি নিজ প্রভুর উদ্দেশ্যে জাঁন দিতে প্রস্তুত নয়, সে জাতির দুনিয়ায় বেঁচে থাকারই কোন অধিকার নেই।

বন্ধুরা, আমরা যে রাস্তায় কদম রেখেছি সেই রাস্তায়, ফুলতো অনেক কম কিন্তু কাঁটা অনেক বেশি।

যদি অস্ত্র ছাড়া সামান্য একটি মুরগীও হালাল কর না যায়, তাহলে কিভাবে তরবারী ছাড়া একটি সমাজ পবিত্র করা সম্ভব?

মাওলানা মাসউদ আযহার